BCS প্রিলিমিনারি

লেকচার ২

Lecture Content

☑ সুশাসন ও মূল্যবোধ
(Good Governance and Values)

Content Discussion

শিক্ষক বিসিএস সহ সকল নিয়োগ পরীক্ষায় কী রকম প্রশ্ন আসে তা তুলে ধরে নিচের বিষয়গুলো বুঝিয়ে বলবেন।

সুশাসন (Good Governance)

সুশাসনের ধারণা ও সংজ্ঞা

Good Governance বা সুশাসন সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে জানা প্রয়োজন 'শাসন ব্যবস্থা' বা 'Governance' বলতে কী বোঝায়। 'গভর্নেন্স' একটি বহুমাত্রিক ধারণা যা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ, ক্ষেত্র এবং প্রেক্ষাপট থেকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ কারণে তাত্ত্বিকদের মধ্যে 'গভর্নেন্স বিষয়ে সংজ্ঞা প্রদানের ক্ষেত্রেও পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। 'গভর্নেন্স'কে এর আগে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় 'শাসন ব্যবস্থা' হিসেবে দেখা হয়ে থাকে। ল্যান্ডেল মিলস এবং সেরাজেল্ডিন (Landell Mills and Serageldin)-এর মতে, 'জনগণ কীভাবে শাসিত হয়, কীভাবে রাষ্ট্রীয় বিষয়াদি পরিচালিত হয়, কীভাবে দেশের রাজনীতি আবর্তিত হয় এবং একই সাথে এ সকল প্রক্রিয়া কীভাবে লোকপ্রশাসন ও আইনের সাথে সম্পর্কিত সে বিষয়কে 'গভর্নেন্স' বলে।'

The Oxford English Dictionary-তে শাসনের প্রক্রিয়া, শাসনের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব, ব্যবস্থাপনা কৌশল এবং নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হিসেবে গভর্নেন্সকে চিহ্নিত করা হয়েছে। 'গভর্নেন্স' শব্দটির সাথে 'সু' প্রত্যয় যোগ করে 'সুশাসন' (Good Governance) শব্দটির প্রকাশ ঘটানো হয়েছে। এর ফলে 'গভর্নেন্স'-এর নরমেটিভ উপাদানের প্রকাশ ঘটেছে। এর ফলে সুশাসনের অর্থ দাঁড়িয়েছে নির্ভুল, দক্ষ ও কার্যকরী শাসন। ২০০০ সালে বিশ্বব্যাংক প্রকাশ করে যে, Good Governance বা সুশাসন চারটি প্রধান স্তম্ভের ওপর নির্ভরশীল। এ চারটি স্তম্ভ হলো- ১. দায়িত্বশীলতা, ২. স্বচ্ছতা, ৩. আইনি কাঠামো ও ৪. অংশগ্রহণ। সুশাসনকে একক কোনো ধারণার মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত বা বিশ্লেষণ করা যায় না। কেননা, সুশাসনের ধারণাটি হলো বহুমাত্রিক। বিভিন্ন তাত্ত্বিক, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও দাতা সংস্থা 'সুশাসন' ধারণাটির সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। 'সুশাসন'

ধারণাটি বিশ্বব্যাংকের উদ্ভাবিত একটি ধারণা। একটি উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিশ্বব্যাংক সর্বপ্রথম উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে 'সুশাসন' প্রত্যয়টি ব্যবহার করে। এতে উন্নয়নশীল দেশের অনুন্নয়ন চিহ্নিত করা হয় এবং বলা হয় যে, সুশাসনের অভাবেই এরূপ অনুন্নয়ন ঘটেছে। শুধু তাই নয়, সুশাসন নিশ্চিতকরণের জন্য যেসব শর্ত রয়েছে তা পূরণের শর্তে বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের ঋণ সাহায্য ও প্রকল্প সাহায্য কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। The Social Encyclopedia-তে 'সুশাসন' সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, 'এটি সরকার পরিচালনা অপেক্ষা একটি বিস্তৃত ধারণা যা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে সামাজিক নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষায় এবং নির্বাহী ক্ষমতা ব্যবহারের প্রশ্নে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের ভূমিকার সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কিত। 'সুশাসন' সম্পর্কে একটি সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করেছেন ম্যাককরনী (MacCorney)। তাঁর মতে 'সুশাসন বলতে রাষ্ট্রের সাথে সুশীল সমাজের, সরকারের সাথে শাসিত জনগণের, শাসকের সাথে শাসিতের সম্পর্ককে বোঝায়।' সর্বশেষে বলা যায় যে, প্রশাসনের যদি জবাবদিহিতা (Accountability), বৈধতা (Legitimacy), স্বচ্ছতা (Transparency) থাকে, এতে যদি অংশগ্রহণের সুযোগ উন্মুক্ত থাকে, বাক স্বাধীনতাসহ সকল রাজনৈতিক স্বাধীনতা সুরক্ষার ব্যবস্থা, বিচার বিভাগের জবাবদিহিতা থাকে তাহলে সে শাসনকে 'সুশাসন' বলে।

সুশাসনের ভিত্তি ও উপাদান

রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত নব্য একটি ধারণা হচ্ছে সুশাসন। বিশ্বব্যাংক প্রবর্তিত সুশাসনের ধারণাটি মূলত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় প্রযুক্ত কতকগুলো শর্ত বা বিষয়ের সমন্বিত রূপ। আর এসকল শর্ত বা বিষয়কেই সাধারণত সুশাসনের উপাদান বলা হয়। তবে সুশাসনের উপাদানসমূহ সংস্থা ও রাষ্ট্রভেদে ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করে থাকে।

➲ UNDP সুশাসন নিশ্চিত করতে ৯টি উপাদানের উল্লেখ করেছে। এগুলো হলো-

১. সম অংশীদারিত্ব ।
২. আইনের শাসন।
৩. স্বচ্ছতা।
৪. সংবেদনশীলতা ।
৫. সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের প্রাধান্য।
৬. সমতা ও ন্যায্যতা ।
৭. কার্যকারিতা ও দক্ষতা।
৮. জবাবদিহিতা এবং
৯. কৌশলগত লক্ষ্য।

UNHRC সুশাসনের উপাদান চিহ্নিত করেছে ৫টি

1. Transparency
2. Responsibility
3. Accountability
4. Participation
5. Responsiveness

IDA সুশাসনের ৪টি উপাদানের উপর গুরুত্বারোপ করে

1. জবাবদিহিতা (Accountability)
2. অংশগ্রহণ (Participation)
3. ভবিষ্যদ্বাণী (Predictability)
4. স্বচ্ছতা (Transparency)

জাতিসংঘ সুশাসনের ৮টি উপাদান সম্পর্কে আলাচেনা করেছে। নিচের ছকে তা প্রদত্ত হলো:

১. মতামতের উপর নির্ভরশীলতা
২. দায়বদ্ধতা
৩. অংশগ্রহণমূলক সুশাসন
৪. কার্যকরী ও দক্ষ প্রশাসন
৫. আইনের শাসনের অনুসারী
৬. জবাবদিহিতা
৭. স্বচ্ছতা ও
৮. ন্যায় বিচারের প্রবণতা।

ESCAP সুশাসনের ৯টি উপাদানের কথা বলেছে-

১. মৌলিক অধিকার
২. নাগরিক অংশগ্রহণ
৩. আইনের শাসন
৪. দায়িত্বশীলতা
৫. স্বচ্ছতা
৬. সকলের মতের ঐক্য
৭. জবাবদিহিতা
৮. সাম্য ও সর্বভুক্তিকরণ এবং
৯. কার্যকারিতা ও দক্ষতা।

➲ **কৌটিল্য এর মত অনুসারে সুশাসনের চারটি উপাদান হলো–**

১. আইনের শাসন
২. প্রশাসনের দায়িত্বশীলতা
৩. ন্যায়বিচার ও যৌক্তিকতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্তগ্রহণ এবং
৪. দুর্নীতিমুক্ত শাসন।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- কোন দেশের শাসন ব্যবস্থাকে সুশাসন বলতে হলে ঐ দেশের শাসন ব্যবস্থায় অবশ্যই এই ৮টি উপাদানের সমাবেশ থাকতে হবে। যথা- ১. মতামতের উপর নির্ভরশীলতা ২. দায়বদ্ধতা ৩. অংশগ্রহণমূলক ৪. কার্যকরী ও দক্ষপ্রশাসন ৫. আইনের শাসনের অনুসারী ৬. জবাবদিহিতা ৭. স্বচ্ছতা এবং ৮. ন্যায় বিচারের প্রবণতা।
- জাতিসংঘ চিহ্নিত ৮টি উপাদান ছাড়াও সুশাসনের আরও যেসব উপাদানের কথা বলা হয়, সেগুলো হলো- নীতি ও ঔচিত্যবোধ, সহনশীলতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, শ্রমের মর্যাদা, নারীর ক্ষমতায়ন, প্রশাসনিক দক্ষতা ও নিরপেক্ষতা, আত্মনির্ভরশীলতা, স্বাধীন গণমাধ্যম, অবাধ তথ্য প্রবাহ, সুযোগের সমতা, দুর্নীতি মুক্ততা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং শক্তিশালী বিরাধী দল ইত্যাদি।
- আইনের শাসনের জন্য প্রয়োজন ন্যায়পরায়ণ আচরণ, নিপীড়নমুক্ত স্বাধীন পরিবেশ এবং নিরপেক্ষ ও স্বাধীন বিচার বিভাগ।
- সম্পদের অপচয়, বণ্টনে অসমতা সৃষ্টি এবং আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে দুর্নীতির কারণে।
- রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপ দেখা যায় এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায়।
- গণতন্ত্র, আইনের শাসন, মানবাধিকার ভূলুণ্ঠিত এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করে ফেলা হয় সামরিক শাসনে।
- বিচার বিভাগে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি পায় - স্বাধীন বিচার বিভাগের স্বাধীনতার অভাবে।
- আইনের শাসন ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার সুযোগ বিনষ্ট হয় - বিচার বিভাগের স্বাধীনতার অভাবে।
- দরিদ্র ও অশিক্ষিত জনগণের মধ্যে দেখা যায় সচেতনতার অভাব।
- দরিদ্র ও অসচেতন জনগণ সুশাসন প্রতিষ্ঠার উপায় সম্পর্কে অজ্ঞ ও উদাসীন।
- রাজনীতিতে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয় ও নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে কার্যকরস্থানীয় সরকার দ্বারা।
- সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রগুলাতে স্থানীয় সরকার কাঠামো খুবই দুর্বল ও অকার্যকর।
- সরকারের প্রশাসন যন্ত্র স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে জনগণ সচেতন না হলে।
- সুশাসনের জন্য প্রয়োজন স্বাধীন ও শক্তিশালী সংবাদ মাধ্যম।
- মানবাধিকার রক্ষা, মৌলিক অধিকার উপভোগের অনুকূল পরিবেশ রক্ষা, জবাবদিহিতা কার্যকর করা, প্রশাসনের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়- স্বাধীন সংবাদ মাধ্যম ছাড়া।
- জাতীয় চেতনা ও দেশপ্রেম ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং মানবাধিকার ভূলুণ্ঠিত হয়— অসাম্প্রদায়িক চেতনার অভাবে।
- আইনের শাসনের প্রবৃত্তিগুলো হলো শাসকের ন্যায়পরায়ণ আচরণ, নিপীড়নমুক্ত স্বাধীন পরিবেশ ও আইনের শাসনের উপযুক্ত পরিবেশ। অর্থনৈতিক অধিকারের নিশ্চয়তা না থাকলে নাগরিকের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলো অর্থহীন হয়ে পড়ে। প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের আচরণ হবে দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিমূলক।
- সুশাসন প্রতিষ্ঠা ব্যাহত করে উচ্চাভিলাষী ও ভুল সিদ্ধান্ত।
- রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য বিসর্জন দিতে হয় ক্ষুদ্রস্বার্থ। সততা ও সতর্কতার সাথে ভোট প্রদান ও প্রার্থী বাছাই, স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে **রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাজে অংশগ্রহণ সম্ভব হয় না সুশাসনের অভাবে।**
- আইনের শাসন না থাকলে বাধাগ্রস্ত হয়- সুশাসন।
- রাষ্ট্রীয় জীবনে নিরপেক্ষভাবে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে মানবাধিকার সংরক্ষণ হলো- আইনের শাসন।
- একটি কাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রতিফলন হচ্ছে- সুশাসন।
- উৎকৃষ্ঠ নাগরিক জীবন গড়ে তোলা সম্ভব নয়- আইনের শাসনের উপস্থিতি ছাড়া।
- অংশগ্রহণ মানবাধিকারের অন্তর্ভুক্ত অভিমতটি- UNDP-র।
- সুশাসন অগ্রাধিকার দেয়- সমাজসেবা ও সমাজকল্যাণমূলক কাজকে।
- জনগণের অধিকার রক্ষার রক্ষাকবচ- আইনের শাসন।
- স্বাধীন বিচার বিভাগ ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হলো- সুশাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত।
- অংশগ্রহণমূলক শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হয় -সুশাসন।
- জনগণের সচেতনতা, বিচক্ষণতা এবং সদিচ্ছার উপর নির্ভর করে সুশাসন।

- সুশাসনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত-কার্যকরী গণতন্ত্র ।
- অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হলো গণতন্ত্রের প্রাণ।
- সুশাসনের মূল রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য হলো– অংশগ্রহণমূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থা।
- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় অর্থ সর্বোচ্চ জনকল্যাণে ব্যয় হবে, এটি হলো-সুশাসনের আর্থিক নীতি।
- সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের করণীয় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা।
- স্থিতিশীল, ন্যায়ভিত্তিক ও দুর্নীতিমুক্ত রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে - সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে।
- দুর্নীতি রোধ ও দারিদ্র্য বিমোচন হলো– অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য।
- নাগরিকদের সাধারণ ইচ্ছার প্রতিফল ঘটে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায়।
- দুর্নীতি রোধ করতে সুশাসনের জন্য প্রয়োজন স্বচ্ছতা।
- রাষ্ট্র এবং জনগণের মধ্যে সম্পর্কের নির্দেশক- সুশাসন।
- গণতন্ত্রকে সর্বাধিক জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য করে- সুশাসন।
- আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নিরপেক্ষতা নির্ভর করে সুশাসন প্রতিষ্ঠার উপর।
- উন্নয়নশীল দেশে আমলারা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার বাইরে থাকেন - রাজনৈতিক দুর্বলতার কারণে।
- লাল ফিতার দৌরাত্ম্য সমার্থক- গতানুগতিক আমলাতন্ত্রের।
- গণতান্ত্রিক চর্চা, মূল্যবাধের বিকাশ, উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রয়োজন-সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য।
- দুর্নীতি প্রতিরাধে ভূমিকা পালন করতে পারে - ই-গভর্নেন্স।
- আমলারা জনসেবক হয়েও প্রভুর মত আচরণ করেন - জন অসচেতনতার কারণে।
- প্রশাসন স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে ও সুশাসন ব্যাহত হয় - প্রশাসনের জবাবদিহিতার অভাবে।
- সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে প্রতিষ্ঠিত হবে স্থিতিশীল, ন্যায়ভিত্তিক ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ।
- অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হলো দুর্নীতিরোধ, দারিদ্র্য বিমোচন ও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ।
- ন্যায়পাল পদ্ধতি, স্বাধীন নির্বাচন কমিশন ও মানবাধিকার কমিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে-সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ।
- নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত ও আচরণগত উৎকর্ষই হলো শুদ্ধাচার ।
- আইনের শাসনের অর্থ আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান।
- সুশাসনে অংশগ্রহণ করতে চাইলে নাগরিকদের সচেতন হতে হবে— কর্তব্য, অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অধিক কার্যকর করা প্রয়াজেন স্থানীয় সরকার।
- সুশাসনের উপাদানকে সাধারণত দুই ভাগে বিভক্ত করা হয় যথা: প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক।
- সুশাসনের যে নীতি সংগঠনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে— অংশগ্রহণের নীতি।
- প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক কৌটিল্য তার 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থে বলেছেন সুশাসনের চারটি উপাদানের কথা। তন্মধ্যে একটি হলো দুর্নীতিমুক্ত শাসন।

সুশাসনের উপাদানসমূহ:

সুশাসনের উপাদানকে সাধারণত দুই ভাগে বিভক্ত করা হয় যথা: প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক। নিম্নে সুশাসনের উপাদানগুলি তালিকার মাধ্যমে দেখানো হলো–

প্রাতিষ্ঠানিক উপাদানসমূহ:	অপ্রাতিষ্ঠানিক উপাদানসমূহ	
• স্বাধীন নির্বাচন কমিশন • কার্যকর সংসদ • সুদক্ষ আমলাতন্ত্র • স্বাধীন বিচার বিভাগ • শক্তিশালী স্থানীয় সরকার • স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন	• নৈতিকতা • মূল্যবোধ ও সুশাসন • রাজনৈতিক অংশগ্রহণ • বৈধ রাজনৈতিক ব্যবস্থা • সফল ও কার্যকর নেতৃত • সরকারের দায়িত্বশীলতা • সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিত।	• কার্যকর প্রশাসন • আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধা • বিকেন্দ্রীকরণ • সম্পদের সুষম বন্টন • মানবাধিকারের সংরক্ষণ • নারীর ক্ষমতায়ন • সুস্থ শিক্ষা ব্যবস্থা • দুর্নীতির মূলোৎপাটন

সুশাসনের গুরুত্ব (Importance of Good Governance)

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সাথে সুশাসনের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। গণতন্ত্র ছাড়া সুশাসনের কথা কল্পনা করা যায় না। আধুনিক বিশ্ব গণতন্ত্রমুখী। পৃথিবীর অনেক দেশে এখনো গণতন্ত্র পৌঁছায় নি, কিন্তু সে গুলোর অনেক ক্ষেত্রেই গণতন্ত্রের সুবাতাস বইতে শুরু করেছে। সুশাসন হলো একটি রূপরেখা, নকশা জাতীয় বিষয়, পরিকল্পনা বা ছক। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনগণ ও সরকারের মধ্যকার সম্পর্কের একটি ধারণা সুশাসন ব্যবস্থায় চিত্রায়িত হয়। গণতন্ত্র যেহেতু জণগণের শাসনব্যবস্থা, সেহেতু তাদের ব্যবস্থায় কার কতখানি ভূমিকা, কার কতখানি অংশগ্রহণ, দায়-দায়িত্ব ও কে কতটুকু অধিকার ভোগ দখল করতে পারবে, তার একটি পূর্ব রেখা বাতলে দেওয়া হয় সুশাসন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।

সুশাসনের সমস্যাবলি

সুশাসনের ধারণাটি সার্বজনীন নয়। স্থান, কাল, শিক্ষা, জনসংখ্যা, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির ভিন্নতা, জীবন যাত্রার মান প্রভৃতির প্রেক্ষিতে বিভিন্ন দেশে সুশাসনের ধরনের কিছুটা ভিন্নতা দেখা যায়। বাংলাদেশ ও পশ্চিমা বিশ্বের সুশাসনের প্রকৃতি স্বভাবতই এক রকম নয়, তবে মৌলিক বিষয়ে তেমন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না।

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের করণীয়

সুশাসন প্রত্যয়টি দ্বিমুখী। একদিকে সরকার, অন্যদিকে জনগণ। সরকারের কর্তব্য হলো– ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, প্রশাসনিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা ইত্যাদি। জনগণের কর্তব্য হলো নিজেদের সচেতন হওয়া, সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করা ও উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করা ইত্যাদি। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের যেমন ভূমিকা রয়েছে, তেমনি জনগণের অংশগ্রহণও গুরুত্বপূর্ণ।

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

সুশাসন ব্যাপারটা দ্বিপাক্ষিক। ১ম পক্ষ সরকার ও ২য় পক্ষ জনগণ। কাজেই শুধু সরকার পদক্ষেপ নিলেই সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে না। সরকারের পাশাপাশি জনগণকেও অংশগ্রহণ করতে হবে সুশাসন প্রতিষ্ঠায়। কেননা, সুশাসন জনগণেরই জন্য, গণতন্ত্রের জন্য। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিকের কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে, যেগুলো পালনের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো হলো- ১. শিক্ষা ও সচেতনতা লাভ করা, ২. চারিত্রিক দৃঢ়তা বৃদ্ধি করা, ৩. ধর্মীয় সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি করা, ৪. জাতীয়তা ও দেশপ্রেম, ৫. গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, ৬. রাজনীতিকে ব্যবসায় রূপান্তর না করা, ৭. সরকারের কাজে সহযোগিতা করা, ৮. আইন মান্য করা।

জাতীয় উন্নয়নে সুশাসনের প্রভাব:

সুশাসন ও জাতীয় উন্নয়ন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটিকে বাদ দিয়ে আরেকটি কল্পনা করা যায় না। প্রশাসনের প্রভাবে:

ক. সকল ক্ষেত্রে কাজের স্বচ্ছতা আসে।
খ. কাজের জবাবদিহিতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত হয়।
গ. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা পায়।
ঘ. গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সুসংহত হয়।
ঙ. ক্ষমতাসীন, বিরোধী দল এবং প্রশাসনের উর্ধ্বতন ব্যক্তিদের স্বেচ্ছাচারী মনোভাব দূরীভূত হয়।
চ. আন্তর্জাতিকভাবে দেশের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি পায়।
ছ. শাসন ক্ষমতায় যোগ্য নেতার আর্বিভাব ঘটে এবং তার নেতৃত্বে বলিষ্ঠভাবে শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়।
জ. জনগণের ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পায়।
ঝ. শিক্ষা ও মানব সম্পদের উন্নয়ন ঘটে।
ঞ. অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটে।
ট. সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।
ঠ. স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত হয়।
ড. নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা পায় ইত্যাদি। ফলে জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিত হয়।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যকণিকা

- দেশের সুশাসন কাঠামো যত মজবুত, সেখানে সমৃদ্ধি তত বেশি।
- সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন সরকারি কার্যক্রমে দক্ষ ব্যবস্থাপনা।
- আমলার দক্ষতার ওপরই নির্ভর করে প্রশাসনের কর্মদক্ষতা।
- আমলাতন্ত্রের অবস্থানের দিক থেকে এশিয়ায় সবচেয়ে ভালো অবস্থানে রয়েছে সিঙ্গাপুর।
- সরকার রাষ্ট্রের পরিচালক হিসেবে ভূমিকা পালন করে।
- গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় আইনসভা নাগরিক মতামতের প্রতিনিধিত্বকারীর ভূমিকা পালন করে।
- সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে স্থিতিশীল ও শান্তিপূর্ণ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি প্রয়োজন।
- কার্যকর জনপ্রশাসন গড়ে তোলার ছয়টি নীতি- ক. কর্মের স্বাধীনতা, খ. উন্মুক্ততা ও স্বচ্ছতা গ. জবাবদিহিতা, ঘ. সমন্বয় ঙ. উদ্দেশ্যের স্বচ্ছতা, চ. কার্যকারিতা।

এক নজরে সুশাসনের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ভান্ডার–

১। সুশাসনের লক্ষ্য	সুশাসন একটি চলমান ক্রিয়াশীল ব্যবস্থা। আর্থ সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বিরাজমান সকল জটিলতার সমাধান ঘটিয়ে সর্বাধিক জনকল্যাণ সাধন করাই সুশাসনের লক্ষ্য।
২। আধুনিক বিশ্ব গণতন্ত্রমুখী	পৃথিবীতে অনেক দেশে এখনো গণতন্ত্র পৌঁছায়নি কিন্তু সেগুলোর অনেক ক্ষেত্রেই গণতন্ত্রের সুবাতাস বইতে শুরু করেছে। তাই আধুনিক বিশ্ব গণতন্ত্রমুখী।
৩। সুশাসন কার্যকর হয় কীভাবে?	গণতন্ত্রকে সফল করার পূর্বশর্ত হিসেবে এখন সুশাসন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেছে। সরকার যদি প্রকৃতপক্ষেই জনকল্যাণে দায়বদ্ধ থাকে, দায়িত্বশীল হয় এবং দায়িত্ব পালনে স্বচ্ছ ও কর্তব্যপরায়ণ থাকে, তবেই সুশাসন কার্যকর ও সফল হবে।
৪। সুশাসন সার্বজনীন নয়	সুশাসনের ধারণাটি সর্বজনীন নয়। স্থান, কাল, দেশ, জনসংখ্যা, আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির ভিন্নতা, জীবনযাত্রার মান প্রভৃতির প্রেক্ষিতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সুশাসনের ধরনের কিছুটা ভিন্নতা দেখা যায়।
৫। আইনের চোখে সবাই সমান	গণতন্ত্র আইনের শাসনে বিশ্বাসী। আইনের শাসন সবাইকে সমানাধিকারের নিশ্চয়তা দেয়। আইনের চোখে সবাই সমান।
৬। কর্তব্যপরায়ণতা অচল শব্দ	সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কর্তব্যপরায়ণতা একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। কিন্তু দেশের সরকার বারবার ক্ষমতায় থাকতে চায় বলে তাদের স্বার্থের অনুকূলে কাজ করে। অপরপক্ষে জনগণও তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ায় কর্তব্যবিমুখ হয়ে পড়ে। তাই কর্তব্যপরায়ণতা একটি অচল শব্দে পরিণত হয়েছে।
৭। ঐক্যমত প্রয়োজন	গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একাধিক রাজনৈতিক দল বিদ্যমান। এদের মধ্যে একটি দল বা জোট সরকারের পক্ষে থাকে বাকিরা থাকে বিরোধী দলে। সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে সব দলের ঐকমত্য প্রয়োজন।
৮। অশুভ রাজনীতি	পূর্বে সমাজে প্রভাবশালী বিত্তবান লোকেরা রাজনীতি করতেন এবং দেশের সার্বিক মঙ্গলের কথা ভাবতেন। কিন্তু বর্তমান স্বার্থান্বেষী মহল রাজনীতির মাঠে নেমে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারে ব্যস্ত।
৯। ক্ষমতার কেন্দ্রীয়করণ স্বার্থান্ধতা	অধিকাংশ দেশেই ক্ষমতার ব্যাপক কেন্দ্রীয়করণ দেখা যায়। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রধানমন্ত্রী কিংবা রাষ্ট্রপতি ব্যাপক লাভবান। তাই কেন্দ্রীকৃত ক্ষমতায় স্বার্থান্ধ হয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

১০। দুর্নীতি পরিহার করতে হবে	দুর্নীতি সুশাসনের অন্যতম অন্তরায়। আর্থিক, প্রশাসনিক, রাজনৈতিক সকল প্রকার দুর্নীতি পরিহার এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা বৃদ্ধির মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।
১১। দাতাগোষ্ঠীর উপর নির্ভরতা কমাতে হবে	তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়ন দাতাগোষ্ঠীর সাহায্য নির্ভর, কিন্তু দাতারা কঠিন শর্ত জুড়ে দিয়ে দেশের স্বার্থহানি ঘটায়। এ জন্য দাতাগোষ্ঠীর ওপর নির্ভরতা কমাতে হবে।
১২। স্থানীয় সরকারের ক্ষমতা বাড়াতে হবে	যে দেশে স্থানীয় সরকার কাঠামো যত বেশী গতিশীল, সে দেশে গণতন্ত্র তত বেশি বিকশিত। স্থানীয় সরকারই ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারে জনগণের চাওয়া-পাওয়ার ধরণ ও গুরুত্ব। তাই সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করতে হবে।
১৩। গণমাধ্যম আয়নাস্বরূপ	গণমাধ্যম সরকারের আলোচনা ও সমালোচনা করে এবং জনস্বার্থ তুলে ধরার মাধ্যমে সরকারকে করণীয় নির্ধারণে সহযোগিতা করে। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা যায়।
১৪। সুশাসন প্রত্যয়টি দ্বিমুখী	একদিকে সরকার, অন্যদিকে জনগণ। সরকারের কর্তব্য হলো ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা, প্রশাসনিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। জনগণের কর্তব্য হলো সচেতন হওয়া, সরকারের সমালোচনা করা এবং উন্নয়ন কাজে অংশগ্রহণ করা।
১৫। দুর্নীতি সুশাসনের বিপরীত	দুর্নীতিপরায়ণ শাসকের দ্বারা সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। দুর্নীতি উপর থেকে নিচের দিকে ধাবিত হয়। কাজেই প্রশাসনের উপর দিকের দুর্নীতি রোধ করা গেলে মাঠ পর্যায়ের দুর্নীতি স্বক্রিয়ভাবে দমন হবে।
১৬। মানবাধিকার সংরক্ষণ সরকারের দায়িত্ব	মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলে গণতন্ত্র অচল হয়ে পড়ে। কাজেই সরকারকে দেশের মানুষের মৌলিক অধিকারের সাথে সাথে মানবাধিকারও নিশ্চিত করতে হবে।
১৭। শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড	শিক্ষার মাধ্যমে জনগণের মানবীয় গুণাবলি বিকশিত হয়। জাতি অশিক্ষিত হলে প্রান্তিক পর্যায়ে গণতন্ত্র পৌঁছানো সম্ভব নয়, ফলে সুশাসন ব্যাহত হয়।
১৮। সুশাসনের অন্যতম শর্ত গণতন্ত্র	গণতন্ত্রহীন সরকার ব্যবস্থায় সুশাসনের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। জনগণ গণতন্ত্রের প্রকৃত নায়ক। তাই প্রতিনিধি নির্বাচনের সময় জনগণকে সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করতে হবে।
১৯। জনগণের সরকারি কাজে অংশগ্রহণ	জনগণ সরকারকে নানাবিধ উন্নয়ন কাজে সহযোগিতা করবে। আবার সরকারি কোনো কাজ জনস্বার্থের পরিপন্থী হলে তার সমালোচনা করতে হবে।
২০। সুশাসন সমাজে সমতা আনে	সমাজে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় সুশাসন ভূমিকা রাখে। সুশাসিত সমাজে ধর্ম-বর্ণ, ধনী-গরিব নির্বিশেষ সবাই সমান অধিকার পায়।

তথ্যকণিকায় সুশাসন

- সুশাসন কথাটি কার্যকর ও সফল হবে– সরকার যদি প্রকৃতপক্ষেই জনকল্যাণে দায়বদ্ধ থাকে।
- বাংলাদেশে উন্নয়নের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য জরুরি– সুশাসন।
- বর্তমান গণতান্ত্রিক স্বৈরশাসনমূলক দেশগুলোতে যা তেমন লক্ষ করা যায় না– আইনের শাসন।
- জনগণের অংশগ্রহণ যে শাসন ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য– সুশাসন ব্যবস্থার।
- রাজনৈতিক ঐকমত্যের অভাবে যা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না– সুশাসন।
- ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ হলে– স্বেচ্ছাচারিতা ও ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ হবে।
- সুশাসনের অন্যতম প্রতিবন্ধক– দুর্নীতি।
- স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার শক্তিশালী হলে জনগণের অংশগ্রহণ– বৃদ্ধি পায়।
- সুশাসনের জন্য সরকারি উদ্যোগের সাথে জরুরি– জনগণের অংশগ্রহণ।
- বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা– সরকারের দায়িত্ব।
- দেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হলে যে শাসন কায়েম হবে– সুশাসন।
- দেশীয় রাজনীতিতে আন্তর্জাতিক শক্তির হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি পায়– দুর্বল রাষ্ট্রগুলো দাতাগোষ্ঠীর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লে।
- প্রশাসনিক জবাবদিহিতার অভাবে ব্যাহত হয়– সুশাসন।
- দুর্নীতির সাথে সুশাসনের সম্পর্ক– বিপরীতমুখী।
- মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলে– গণতন্ত্র অচল হয়ে পড়ে।
- গণতন্ত্রহীন সরকার ব্যবস্থায় লক্ষ্য করা যায় না– সুশসানের অস্তিত্ব।
- সুশাসন সমাজকে দূরে রাখে– দুর্নীতি হতে।
- স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করতে দরকার– সুশাসন।
- রাজনৈতিক মূল্যবোধ যদি গণতান্ত্রিক হয় তবে ঐ রাষ্ট্র এবং সমাজ গণতান্ত্রিক সমাজ বা রাষ্ট্রে পরিণত হবে।
- ধর্মীয় ঐতিহ্য, বিশ্বাস, গ্রন্থ চর্চা ইত্যাদি ধর্মীয় মূল্যবোধগুলোকে সম্মান করা এবং মেনে চলা ধর্মের অনুসারীদের অবশ্য কর্তব্য।
- গণতন্ত্রের ধারণার সাথে কতকগুলো নীতি, আদর্শ এবং আচরণবিধি জড়িত থাকে, যেগুলোকে গণতন্ত্রকামী জনগণ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হয়, তাই হচ্ছে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ।
- নাগরিকের জীবন রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ হলো গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ।
- সুশাসন প্রত্যয়টি সরকারের ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা বোঝাতে প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- শাসনের প্রধান উপাদান হচ্ছে তিনটি। যথা- ১. প্রক্রিয়া, ২. বিষয়বস্তু, ৩. সম্পদ ও সেবা বিতরণ।
- সম্পদ ও সেবা বিতরণ বলতে বোঝায় শাসনের মাধ্যমে চরম দরিদ্র ও দরিদ্র নাগরিকেরা যেন তাদের মৌলিক চাহিদাসমূহ মেটাতে পারে এবং মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারে এমন নিশ্চয়তা বিধান করা।
- নব্বইয়ের দশকে শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিভিন্ন এজেন্সি এবং দাতা সংস্থা সুশাসন ধারণার অবতারণা করেন।
- সুশাসনের লক্ষ্য হলো জনগণের অধিকতর কল্যাণ নিশ্চিত করা।
- সুশাসন একটি বহুমুখী প্রক্রিয়া।
- সুশাসনের মৌলিক ও প্রথম কথা হলো- নারী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে শাসনের কাজে সকলের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অংশগ্রহণ।
- সুশাসন প্রত্যয়টি সরকারের ভূমিকা সম্পর্কে ধারাগত পরিবর্তন বোঝাতে প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- সুশাসন শাসন প্রক্রিয়ার সুশৃঙ্খল ও কাঠামোবদ্ধ একটি রূপ।
- জনগণের মৌলিক অধিকার ও বাকস্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য এবং গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ সুফল বয়ে আনতে সুশাসনের প্রয়োজন।
- সুশাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত হলো স্বাধীন বিচার বিভাগ ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা।
- জনপ্রশাসনে স্বজনপ্রীতি ও রাজনীতিকরণের ফলে ন্যায়ভিত্তিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় না।
- সুশাসন সম্পর্কিত সর্বপ্রথম বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায়– বিশ্বব্যাংকে।
- সুশাসনের এক পক্ষ সরকার অন্য পক্ষ- জনগন।
- যেখানে দেশপ্রেম নেই সেখানে- সুশাসন নেই।

- যেভাবে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করা যায়- ক্ষমতা বিকেন্দ্রীয়করণের মাধ্যমে।
- আইনের চোখে সবাই- সমান।
- সুশাসনের মানদন্ডও হলো- জনগণের সম্মতি ও সন্তুষ্টি।
- ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে সম্পর্কিত হলো- ভালোবাসা, ন্যায়বিচার ও সততা।
- মালয়েশিয়াতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে ড. মাহাথির বিন মুহাম্মদ এর নেতৃত্বের জন্য।
- আইনের শাসন ছাড়া কখনই সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।
- মূল্যবোধ সমাজ কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য উপদান।
- ভালো-মন্দ, ঠিক- বেঠিক, কাঙ্ক্ষিত-অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় সম্পর্কে সমাজের সদস্যদের যে ধারণা তার নামই মূল্যবোধ।
- স্টুয়ার্ট সি ডড-এর মতে, 'মূল্যবোধ হলো সেই সকল রীতিনীতির সমষ্টি যা ব্যক্তি সমাজের নিকট হতে পেতে চায় এবং যা সমাজ ব্যক্তির নিকট হতে লাভ করে।
- ন্যায়বিচারের অভাবে সমাজে বিশৃঙ্খলা ও অসংগতি বৃদ্ধি পায়।
- বুদ্ধিবৃত্তিক মূল্যবোধ বলতে কোনো বিষয়কে বাস্তবিকভাবে বোঝার সামর্থ্যকে বোঝায়।
- যে মূল্যবোধ মানুষের বাহ্যিক দিককে গড়ে তোলে তাই হচ্ছে শারীরিক বা বাহ্যিক মূল্যবোধ।
- সামাজিক মূল্যবোধ মানুষের আচরণকে পরিমাপ ও নিয়ন্ত্রণ করে। ধর্মীয় ঐতিহ্য, বিশ্বাস, গ্রন্থ চর্চা প্রভৃতি থেকে উদ্ভূত মূল্যবোধসমূহকে ধর্মীয় মূল্যবোধ বলা হয়।
- সংস্কৃতি হচ্ছে সমাজে বসবাসকরী ব্যক্তি বা কোনো গোষ্ঠীর জীবনপ্রবাহ।
- সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি হচ্ছে মূল্যবোধ।
- সরকার ও রাষ্ট্র জনকল্যাণমূখী না হলে তাকে মূল্যবোধের অবক্ষয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।
- মূল্যবোধ সমাজে যোগসূত্র ও সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে।
- বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা সুশাসনের পথে এক বড় বাধা।
- রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে উঠতে পারে না।
- একটি দেশের সুশাসন অনেকাংশে নির্ভর করে দেশের জনগণ কতটুকু সুশাসনের জন্য প্রস্তুত তার উপর।
- জনগণের সচেতনতা, বিচক্ষণতা এবং সদিচ্ছার ওপর নির্ভর করে দেশের শাসক কেমন হবে।
- সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের প্রয়োজন সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা।
- আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন, বিধিবিধান ও নীতি অনুযায়ী দেশ পরিচালিত হয়।
- সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে।
- নিরক্ষর লোকদের নিকট গণতান্ত্রিক অধিকার কোনো অর্থ বহন করে না।
- সুশাসনের পথে সরাসরি বাধা হিসেবে কাজ করে দুর্নীতি।
- উপযুক্ত শিক্ষা নৈতিকতার মানকে আদর্শ করে।
- আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব প্রধানত সরকারের ওপর ন্যস্ত।
- ই- গভর্নেন্সের প্রয়োজন হয় মূলত- সুশাসন প্রতিষ্ঠায়।
- সম্পদের সুষম বন্টন করা যায়- সুশাসনের মাধ্যমে।
- আইন নিষ্প্রয়োজন হয়, যদি শাসক- ন্যায়পরায়ন হয়।
- রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন বলা হয়- সাংবিধানিক আইনকে।
- মূল্যবোধ শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে Values.
- গণতন্ত্র হলো জনগণের শাসন।
- গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ধারণা হলো জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেকের জন্য সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ব্যক্তিগত ও অর্থনৈতিক সাম্যের প্রতি সম্মান ও তা কার্যকর করতে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র হলো জনগণের।
- গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে গ্রহণ করার ইচ্ছা ও সামর্থ্য জনগণের থাকা প্রয়োজন।
- ব্যক্তিগত অধিকার সংরক্ষণের জন্য জনগণকে সদা সতর্ক থাকতে হয়।
- গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চা দ্বারা দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।
- গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি।
- সুশাসন হলো জনগণের অংশগ্রহণ, আইনের শাসন, স্বচ্ছতা, জনমত, সমতা, দক্ষতা, দায়িত্বশীলতা, স্বচ্ছ ও অবাধ তথ্যপ্রবাহ।
- আইনের শাসন হচ্ছে সুশাসন ও মূল্যবোধের অন্যতম উপাদান।
- দায়িত্বশীলতা ও জবাবাদিহিতা নিশ্চিত হলে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।

মূল্যবোধের শিক্ষা ও সুশাসনের সম্পর্ক

সমাজ জীবনে মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত আচার ব্যবহার ও কর্মকাণ্ড যে সব নীতিমালার মাধ্যমে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তাদের সমষ্টিকে মূল্যবোধ বলে। মূল্যবোধের সাথে সুশাসনের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। মূল্যবোধ সামাজিক ন্যায়বিচার ও শৃঙ্খলাবোধ-এর উন্মেষ ঘটায়। সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও মূল্যবোধ রক্ষা পায়। গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সামাজিক ন্যায়বিচার ব্যক্তি স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ। মূল্যবোধ মানুষের নৈতিক গুণাবলিকে জাগ্রত ও বিকশিত করে। কর্তব্যবোধ-মূল্যবোধের অন্যতম উপাদান। কর্তব্যবোধ না থাকলে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয় না। এজন্য নাগরিক সচেতনতা ও কর্তব্যবোধকে নাগরিকের গুণ বলা হয়। সরকার ও রাষ্ট্রের জনকল্যাণমুখিতাকে মূল্যবোধের যেমন উপাদান মনে করা হয় তেমনি তা সুশাসনকেও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান বৈশিষ্ট্য মনে করা হয়। জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতাকে যেমন সুশাসনের বৈশিষ্ট্য বলে চিহ্নিত করা হয় তেমনি তা মূল্যবোধেরও আবশ্যকীয় উপাদান বলে মনে করা হয়। সুতরাং সুশাসন পেতে হলে মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। এজন্য ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে মূল্যবোধ ও সুশাসনের সম্পর্ক খুবই নিবিড়। সমাজ কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য উপাদান হলো মূল্যবোধ। মানুষের সামাজিক সম্পর্ক ও আচার-আচরণ প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য সব সমাজে বিভিন্ন ধরনের বিধি নিষেধ প্রচলিত থাকে। সকল বিধি নিষেধ অর্থাৎ ভালো-মন্দ, ঠিক-বেঠিক, কাঙ্ক্ষিত-অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় সম্পর্কে সমাজের সদস্যদের যে ধারণা তাই হলো মূল্যবোধ। মূল্যবোধ সমাজে যোগসূত্র হিসেবে কাজ করে। আচার-আচরণ, শিষ্টাচার, সততা, ন্যায়পরায়ণতা, সহনশীলতা, সহমর্মিতা প্রভৃতি মূল্যবোধের মাধ্যমেই সমাজের মানুষের মধ্যে সু-সম্পর্ক গড়ে ওঠে ও সমাজ জীবনকে গতিশীল রাখে।

মূল্যবোধের ভিত্তিতে মানুষের কাজের ভালো-মন্দ বিচার করা হয়। মূল্যবোধ যদিও কোনো আইন বা আইনগত বিধি-বিধান নয় তথাপি এর ভিত্তিতে মানুষের কাজের ভালো-মন্দের বিচার করা হয়। মূল্যবোধ মানুষের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার সামাজিক মানদণ্ডস্বরূপ। যে মূল্যবোধ মানুষের বাহ্যিক ব্যক্তিত্বকে গড়ে তোলে তাকে বাহ্যিক বা শারীরিক মূল্যবোধ বলে। একজন ব্যক্তির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সাহসিকতা, সরলতা, পোশাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি তার শারীরিক বা বাহ্যিক মূল্যবোধের অন্তর্ভূক্ত। বাহ্যিক মূল্যবোধকে অনেকে ব্যক্তিগত মূল্যবোধ হিসেবেও আখ্যায়িত করে থাকেন। সামাজিক মূল্যবোধ হলো সামাজিক শিষ্টাচার, সততা, সত্যবাদিতা, ন্যায় বিচার, সহনশীলতা, সহমর্মিতা, শ্রমের মর্যাদা, শৃঙ্খলাবোধ, আত্মত্যাগ প্রভৃতি মানবিক সুকুমার বৃত্তির সমষ্টি। সামাজিক মূল্যবোধ হলো মানুষের আচার-আচরণ বিচারের মানদণ্ড। সামাজিক মূল্যবোধের মাপকাঠিতে মানুষের কাজের ভালো-মন্দের বিচার করা হয়। বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত। সে কারণে বর্তমানে রাজনৈতিক মূল্যবোধকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিচার বিবেচনা করা হয়। রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, রাজনৈতিক সহনশীলতা প্রভৃতি বিষয় রাজনৈতিক মূল্যবোধের অংশবিশেষ। ধর্মীয় ঐতিহ্য, বিশ্বাস, গ্রন্থ চর্চা প্রভৃতি থেকে উদ্ভূত মূল্যবোধসমূহকে ধর্মীয় মূল্যবোধ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। আবার যে কোনো ধর্মের মূল্যবোধকে প্রাপ্য সম্মান দেওয়া, ধর্মীয় মূল্যবোধ পালনের স্বাধীনতা দেওয়াও ধর্মীয় মূল্যবোধের অন্তর্ভূক্ত। মূল্যবোধ মানুষের সামাজিক সেতুবন্ধনের একটি অন্যতম উপাদান। মূল্যবোধের অভাবে মানুষ একে অপরের থেকে দূরে সরে যায়, পারস্পরিক ভালবাসা ও সম্প্রীতির অভাব দেখা যায়। একমাত্র মূল্যবোধই সমাজের মানুষের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলে। ব্যক্তিগত মূল্যবোধ আমাদের জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিদের সাথে সু-সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মূল্যবোধ অপরিহার্য। সামাজিক মূল্যবোধ সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানী ক্লাইভ ক্লখান বলেছেন, 'সামাজিক মূল্যবোধ হচ্ছে সেই সব প্রকাশ্য ও অনুমেয় আচার-আচরণের ধারা, যা ব্যক্তি ও সমাজের মৌলিক বৈশিষ্ট্য বলে স্বীকৃত। অর্থাৎ তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, ব্যক্তি সমাজে সকলের সাথে সরাসরি যেসব আচার-আচরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পারস্পারিক বন্ধন দ্বারা সম্পর্কিত সেগুলোই হলো সামাজিক মূল্যবোধ।

সমাজ ও জাতীয় আদর্শ গঠনে সুশাসনের ভূমিকা

সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুশাসনের গুরুত্ব ক্রমশ বেড়েই চলছে। প্রথমেই ধরা যাক সামাজিক ক্ষেত্রের কথা। সুশাসন ছাড়া সামাজিক সম্প্রীতি গড়ে তোলা ও তা বজায় রাখা, সামাজিক প্রতিষ্ঠান গঠন, সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ, সন্তান-সন্ততিকে শিক্ষিত, রুচিবান ও সংস্কৃতিমান করে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও সুশাসনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আইন না মানলে শাস্তি পেতে হবে, সমাজ ও রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। সব থেকে বড় কথা আইন মানুষের অধিকার উপভোগ করার সুযোগ সৃষ্টি করে। সুশাসন প্রতিষ্ঠিত না হলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হয়। রাজনৈতিক দলগুলোর সহিংস আচরণ এবং হরতাল, জ্বালাও-পোড়াও নীতি অবলম্বনের ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। উন্নয়ন সহযোগী দাতা সংস্থাগুলো মুখ ফিরিয়ে নেয়, বিদেশি উদ্যোক্তারা এসব দেশে শিল্প-কলকারখানা স্থাপনে বা পুঁজি

বিনিয়োগে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যায় এবং বেকারত্বের হার বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে রাষ্ট্রে সুশাসন বিরাজমান থাকলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। সুদূর অতীত থেকেই মনে করা হতো যে, শাসকের লক্ষ্য হবে শাসিত জনগণের কল্যাণ সাধন। এরিস্টটল বলেছেন, রাষ্ট্রের প্রধান ও পবিত্রতম লক্ষ্য হচ্ছে নাগরিকদের জন্য উন্নততর ও কল্যাণকর জীবনের নিশ্চয়তা বিধান করা, জ্ঞানের ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করা এবং নৈতিক উৎকর্ষ সাধন করা। এরিস্টটল নিয়মতন্ত্রবাদ ও আইনের শাসনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন নাগরিকের অধিকার সুরক্ষা এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য। তিনি সরকারের আইন প্রণয়ন, শাসন পরিচালনা ও বিচার সম্পর্কিত কাজকে তিন ভাগে বিভক্ত করারও পরামর্শ প্রদান করেছিলেন। আধুনিক যুগে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনগণের অধিকার সুরক্ষা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়ে থাকে। কেননা, এগুলো গণতন্ত্রকে স্বার্থক ও অর্থবহ করে তোলে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যক্তি স্বাধীনতাকে আরো অর্থবহ করে তোলার জন্য বিভিন্ন ধরনের উপায় অন্বেষণ করতে থাকে। তেমনি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে নাগরিকের অধিকার ভোগের বিষয়টির প্রতিও খুবই গুরুত্ব প্রদান করা হয়ে থাকে। অনেক রাষ্ট্রে জনগণের মৌলিক অধিকারসমূহ সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। জাতিসংঘ কর্তৃক মৌলিক অধিকারসমূহ সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। জাতিসংঘ কর্তৃক মৌলিক মানবাধিকারের ঘোষণা মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। তবে মৌলিক অধিকার এবং মানবাধিকার এর নীতির প্রতি রাষ্ট্র বা সরকার কতটা আন্তরিক এবং কীভাবে তা বাস্তবায়িত হচ্ছে সে বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটি দেশে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত না হলে সেখানে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। কেননা, সুশাসন ও মানবাধিকারের বিষয়টি একে অপরের সহায়ক ও পরিপূরক।

সমাজ ও জাতীয় আদর্শ গঠনে মূল্যবোধের শিক্ষার গুরুত্ব

সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের গুরুত্ব অপরিসীম। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ হলো একটি জাতির রাজনৈতিক সম্পদ। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ওপর একটি জাতির সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য গড়ে ওঠে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ জাতীয় উন্নতির চাবিকাঠি। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধসম্পন্ন জাতি কর্মঠ ও পরিশ্রমী হয়। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধসম্পন্ন জাতি দ্রুত উন্নতি লাভ করে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ দেশাত্মবোধ জাগ্রত করে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ নিজের প্রতি, দেশের প্রতি প্রেম-ভালবাসার সৃষ্টি করে। দেশকে ভালোবাসা ও দেশের মঙ্গলের জন্য কর্তব্য পালন করার তাগিদ সৃষ্টি হয় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের কারণে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রত্যেকের প্রতি প্রত্যেকের ভ্রাতৃত্ববোধ, সহানুভূতি ও সহমর্মিতা সৃষ্টি করে। এর ফলে সামাজিক বন্ধন এবং জাতীয় ঐক্য সুদৃঢ় হয়। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ নাগরিকের ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহায্য করে এবং পরিপূর্ণতা প্রদান করে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ফলে রাজনৈতিক সততা, শিষ্টাচার ও সৌজন্যবোধ, রাজনৈতিক সহনশীলতা, পরমসহিষ্ণুতা, সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের প্রতি সংখ্যালঘিষ্ঠের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন, সংখ্যালঘিষ্ঠের মতের প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠের সহিষ্ণু আচরণ, বিরোধী মতকে প্রচার ও প্রসারের সুযোগ প্রদান, নির্বাচনে জয়পরাজয়কে মেনে নেওয়ার মানসিকতা তৈরি হয়। এর ফলে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে উত্তেজনা প্রশমিত হয়। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ফলে নাগরিকদের মধ্যে জবাবদিহিমূলক মানসিকতা ও দায়িত্বশীল আচরণের সৃষ্টি হয়। যারা সরকার পরিচালনা করেন, তারা তাদের কাজের জন্য জনগনের নিকট জবাবদিহি করেন, জনগণের প্রশ্নের উত্তর দেন বা কৈফিয়ত প্রদান করেন। সরকার এবং বিরোধী দল দায়িত্বশীল আচরণ করে। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে অগ্রগতির অন্যতম প্রধান ধাপ বা সোপান হলো শৃঙ্খলাবোধ। যে জাতি যত বেশি সুশৃঙ্খল, সে জাতি তত বেশি উন্নত। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ একটি জাতিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ হতে উদ্বুদ্ধ করে। এর ফলে রাষ্ট্রের উন্নতি ও অগ্রগতি ত্বরান্বিত হয়।

নৈতিক শিক্ষা ও সুশাসনের অনুপস্থিতিতে সমাজের অবক্ষয়

বর্তমান সময়ে প্রায় সব রাষ্ট্রই 'কল্যাণকর রাষ্ট্রের' (Welfare State) রূপ পরিগ্রহ করেছে। এরূপ কল্যাণকর রাষ্ট্রে জনগণের কল্যাণ ও ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ ঘটানোর চেষ্টা হচ্ছে। দমন ও নিপীড়নের মাধ্যমে মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে রাষ্ট্র শাসন পরিচালনা করার দিন বদলে গেছে। শাসনের সাথে সেবা প্রদানের বিষয়টি এখন গুরুত্ব লাভ করেছে। একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা অতীব গুরুত্বপূর্ণ, যা কখনো আকস্মিকভাবে ঘটানো যায় না, একে অর্জন করতে হয় ধাপে ধাপে এবং সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে। সুশীল সমাজ, আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাগুলো এখন সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য চাপ দিচ্ছে। তবে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে গেলেও রয়েছে বহু সমস্যা। এগুলো নিম্নরূপ :

অধিকাংশ রাষ্ট্রে, বিশেষ করে অনুন্নত, উন্নয়নশীল ও সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোতে তত্ত্বগতভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলা হলেও দেখা যায় যে, জনগণের বাক স্বাধীনতায় ক্ষমতাসীন সরকার হস্তক্ষেপ করে থাকে। জনগণ স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে পারে না। অনুন্নত ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহে এমনকি কোনো কোনো উন্নত রাষ্ট্রে জবাবদিহিতার অভাব লক্ষ্য করা যায়। আমলারা নিজেদেরকে জনগণের সেবক না ভেবে প্রভু ভাবেন। তারা নিজেদেরকে অভিজাত শ্রেণি বলে মনে করেন। তাদের মধ্যে জবাবদিহিতার মানসিকতা গড়ে না ওঠায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা সুদৃঢ় হচ্ছে না। আমলাতন্ত্রে পূর্বের মতো দক্ষ, নিরপেক্ষ ও মেধাবী মুখ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনার প্রাধান্য, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের অভাব, আমলাদের কাজে অবাঞ্ছিত রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, রাজনীতিকরণ ইত্যাদি কারণে আমলারা ক্রমশ অযোগ্য ও অদক্ষ হয়ে পড়ছে। অনেক রাষ্ট্রেই দক্ষ ও যোগ্য সরকার সব সময় দেখতে পাওয়া যায় না। সরকারের অদক্ষতা ও অব্যবস্থাপনা কিংবা ভুল সিদ্ধান্তের কারণে দেশে অরাজকতা চলতে দেখা যায়। এর ফলে সুশাসন ব্যাহত হয়। যথার্থ নীতি প্রণয়নে সরকারের দক্ষতা, সঠিক সময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তা শক্ত হাতে বাস্তবায়ন, সমান সেবা বিতরণ, মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় তৎপর হওয়া, নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করা ইত্যাদি হলো কার্যকর সরকার বা দক্ষ সরকারের বৈশিষ্ট্য। এগুলোর অভাব ঘটলেই ধরে নিতে হবে সে দেশের সরকার অকার্যকর। বাংলাদেশসহ বিশ্বের অধিকাংশ দেশে সুশাসনের বড় অন্তরায় হলো দুর্নীতির রাহুগ্রাস। এসব রাষ্ট্রের প্রাণশক্তিকে নিঃশেষ করে ফেলেছে।

Important Questions

১. **সুশাসনের ধারণাটি-**

ক. সর্বজনীন খ. আপেক্ষিক

গ. স্বতঃসিদ্ধ ঘ. সর্বজনগ্রাহ্য

২. **কোনটি সুশাসনের অন্তর্ভুক্ত নয়?**

ক. সর্বসাধারণের অংশগ্রহণ

খ. আইনের শাসন

গ. জবাবদিহিতা

ঘ. কর্তৃত্ববাদী ক্ষমতা কাঠামো

৩. **জাতিসংঘ সুশাসনের কয়টি মূল উপাদানকে চিহ্নিত করেছে?**

ক. ৫টি খ. ৬টি

গ. ৭টি ঘ. ৮টি

৪. **জাতিসংঘ চিহ্নিত সুশাসনের মূল উপাদান নয় কোনটি?**

ক. অংশগ্রহণমূলক

খ. আইনের শাসনের অনুকরণ

গ. দায়িত্বশীলতা

ঘ. সময়মত নির্বাচন

৫. **কোথায় সুশাসন নেই?**

ক. যেখানে সচেতনতা নেই

খ. যেখানে শিক্ষা নেই

গ. যেখানে সংবাদ মাধ্যম নেই

ঘ. যেখানে দেশপ্রেম নেই

উত্তরমালা

১	খ	২	ঘ	৩	ঘ	৪	ঘ	৫	খ

সংক্ষিপ্ত তথ্য

- E-Governance-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Electronic Governance.
- E-Governance, Online Governance, Digital Governance, Connected Governance ইত্যাদি নামেও সমধিক পরিচিত।
- ই-গভর্নেন্স ধারণাটি মূলত আধুনিককালের একটি ধারণা।
- ১৯৯০ পরবর্তী সময়ে সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে 'ICT'র বিষয়টি সবার সামনে আসে।
- জনগণের দোরগোড়ায় তথ্য পৌঁছে দেওয়াই হলো ই-গভর্নেন্সের মূল উদ্দেশ্য।
- ই-গভর্নেন্স হলো তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক ব্যবস্থা।
- G2C-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Government to Citizens.
- E-Democracy-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Electronic Democracy.
- ই-গভর্নেন্স মানে প্রযুক্তিচালিত গভর্নেন্স।
- ই-প্রশাসন বলতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে সরকারের অভ্যন্তরীণ কার্যক্রমকে পরিচালনা করা বোঝায়।
- ই-গণতন্ত্র বলতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে বৃহদায়তনে নাগরিকদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়াকে বোঝায়।
- তথ্য-প্রযুক্তি ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অন্যতম উপাদান হচ্ছে ইন্টারনেট, কম্পিউটার, মোবাইল ফোন প্রভৃতি।
- ই-গভর্নেন্সের প্রধান উদ্দেশ্য হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে মৌলিক সেবাগুলোকে জনগণের কাছাকাছি নিয়ে আসা।
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার সুশাসন প্রতিষ্ঠাকে উৎসাহিত করে।
- ই-গভর্নেন্সের জন্য তথ্য সহজলভ্য হওয়ার কারণে উৎপাদন, বিপণন ও বাজারজাতকরণ সহজতর হয়।
- সুশাসন বাস্তবায়নের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হলো ই-গভর্ন্যান্স।
- বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা সুশাসনের পথে এক বড় বাধা।
- রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে উঠতে পারে না।
- নেতৃত্বের সংকট দেশকে অন্ধকারের অতল গহ্বরের দিকে নিয়ে যায়।
- একটি দেশের সুশাসন অনেকাংশের নির্ভর করে সে দেশের জনগণ কতটুকু সুশাসনের জন্য প্রস্তুত তার উপর।
- জনগণের সচেতনতা, বিচক্ষণতা এবং সদিচ্ছার ওপর নির্ভর করে দেশের শাসক কেমন হবেন।
- সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা প্রয়োজন।
- আইনসভা হলো দেশের শাসনব্যবস্থার মূল নিয়ন্ত্রণকারী।
- আইনসভার প্রণীত আইন, বিধিবিধান ও নীতি অনুযায়ী দেশ পরিচালিত হয়।
- সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে।
- নিরক্ষর লোকদের নিকট গণতান্ত্রিক অধিকার কোনো অর্থ বহন করে না।
- সুশাসনের পথে সরাসরি বাধা হিসেবে কাজ করে দুর্নীতি।
- উপযুক্ত শিক্ষা নৈতিকতার মানকে আদর্শ করে।
- আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব প্রধানত সরকারের ওপর ন্যস্ত।
- ই-গভর্নেন্সের প্রয়োজন হয় মূলত- সুশাসন প্রতিষ্ঠায়।
- সম্পদের সুষম বণ্টন করা যায়- সুশাসনের মাধ্যমে।
- আইন নিষ্প্রয়োজন হয়, যদি শাসক- ন্যায়পরায়ন হয়।
- রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন বলা হয়- সাংবিধানিক আইনকে।
- ইতিবাচক মূল্যবোধ হলো সেই মূল্যবোধ, যা সমাজ, রাষ্ট্র, সরকার ও গোষ্ঠী কর্তৃক স্বীকৃত।
- নেতিবাচক মূল্যবোধ হলো সেই মূল্যবোধ, যা সমাজ, রাষ্ট্র সরকার ও গোষ্ঠী কর্তৃক স্বীকৃত নয়।
- মূল্যবোধ সাধারণত পাঁচ প্রকার। যথা- ১. ব্যক্তিগত মূল্যবোধ, ২. সামাজিক মূল্যবোধ, ৩. দলীয় মূল্যবোধ, ৪. প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যবোধ এবং ৫. পেশাগত মূল্যবোধ।
- অন্যান্য মূল্যবোধ : রাজনৈতিক মূল্যবোধ, আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ, আধুনিক মূল্যবোধ, নান্দনিক মূল্যবোধ, ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং বস্তুগত মূল্যবোধ।
- মানুষ দৈনন্দিন জীবনে অর্থনৈতিক কার্যাবলি সম্পন্ন করতে যে মূল্যবোধের চর্চা করে, তাকে অর্থনৈতিক মূল্যবোধ বলে। যেমন- অর্থ লেনদেন, ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবসায় বাণিজ্য ইত্যাদি।
- গণতান্ত্রিক কিংবা অন্য যেকোনো শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নাগরিকদের রাজনৈতিক অধিকার ও কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে মানুষ যে মূল্যবোধ প্রয়োগ করে তাকে রাজনৈতিক মূল্যবোধ বলে।

- মানুষের আত্মিক শক্তি অনেক বড় শক্তি। আর আত্মিক শক্তি যদি উপযুক্ত মূল্যবোধ দ্বারা বিকশিত হয়, তবে তাকে সবক্ষেত্রে সৎ ও দৃঢ় চরিত্রের পরিচয় দিতে সহায়তা করে আত্মিক বা আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ।
- সতত পরিবর্তনশীল বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলার সময় নতুন নতুন মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির সম্মুখীন হতে হয়। নিজস্ব মূল্যবোধকে ধারণ করে আধুনিকতার সমন্বয়ে গঠিত এরূপ মূল্যবোধকে বলে আধুনিক মূল্যবোধ।
- মানুষের মনের সুকোমল বৃত্তিগুলো প্রকাশ করার ক্ষেত্রে যে মূল্যবোধ ভূমিকা রাখে, তাকে নান্দনিক মূল্যবোধ বলে।
- ধর্মীয় বিশ্বাস, অনুভূতি ও আচার-অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে এবং ধর্মীয় শিক্ষার দ্বারা মানুষের যে মূল্যবোধ জন্মায়, তাই মূলত ধর্মীয় মূল্যবোধ।
- মানব সমাজে মানুষকে নিয়ন্ত্রণের জন্য মূল্যবোধ শক্তিশালী উপাদান হিসেবে কাজ করে।
- দৈনন্দিন জীবনে যে সমস্ত নীতিমালা দ্বারা মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত আচরণ নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়, তার সমষ্টিকে সামাজিক মূল্যবোধ বলে।
- সামাজিক মূল্যবোধের মাধ্যমে সমাজ জীবন সুনিয়ন্ত্রিত হয়।
- সমাজচিন্তাবিদ স্টুয়ার্ট সি. ডড-এর মতে, "সামাজিক মূল্যবোধ হচ্ছে সেসব রীতিনীতির সমষ্টি, যা ব্যক্তি সমাজের কাছ থেকে আশা করে এবং যা সমাজ ব্যক্তির কাছ থেকে লাভ করে।
- আইনের ব্যতিক্রম সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে।
- আইনের শ্রেষ্ঠতম উৎস হলো আইনসভা।
- আইনসভার মধ্যেই সমাজের সমষ্টিগত ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ঘটে।
- আইনসভা হলো আইন প্রণয়নের কারখানা বিশেষ।
- "কমেনটারিজ অন দি লজ অব ইংল্যান্ড" গ্রন্থের রচয়িতা হলেন ব্লাকস্টোন।
- টমাস হবস-এর মতে, "প্রজাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির আদেশই আইন।"
- শাব্দিক অর্থে আইন বলতে আমরা কিছু নিয়মাবলির সমষ্টিকে বুঝি।
- "ল অব দি কনস্টিটিউশন" গ্রন্থের রচয়িতা হলেন ডাইসী।
- আইন সামাজিক জীবনের জন্য।
- সমাজের বাইরে কিংবা নির্জন দ্বীপে একাকী বসবাসকারী ব্যক্তির জন্য আইন প্রযোজ্য নয়।
- সরকারের ক্ষমতা আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়।
- আইন ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফল।
- অধ্যাপক হল্যান্ডের মতে, আইনের উৎস ছয়টি। যথা- ১. চিরাচরিত প্রথা, ২. ধর্ম, ৩. বিচারকদের রায়, ৪. আইনজ্ঞদের ভাষ্য, ৫. ন্যায়নীতি ও ৬. আইন পরিষদ।
- ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলিম ব্যক্তিগত আইন, উত্তরাধিকার বণ্টন এবং বিবাহ সম্পর্কিত আইন ধর্মকেন্দ্রিক।
- বিচারক হলো আইনের অন্যতম প্রধান উৎস।
- অধ্যাপক হল্যান্ড আইনকে প্রধানত দু ভাগে ভাগ করেন। যথা- ১. ব্যক্তিগত আইন এবং ২. সরকারি আইন।
- উৎপত্তিগত দিক থেকে আইনকে প্রধানত ছয় ভাগে ভাগ করা যায়।
- জরুরি প্রয়োজনে শাসন বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত নির্দেশনা হলো অধ্যাদেশ।
- অধ্যাদেশ-এর কার্যকারিতা ক্ষনস্থায়ী।
- আইন পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে অধ্যাদেশকে স্থায়ী আইনে পরিণত করা যায়।
- প্রশাসনিক কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য সরকার যে নীতিমালা প্রণয়ন করে তাকে শাসন বিভাগীয় আইন বলে।
- রাষ্ট্রের ভৌগলিক সীমারেখার ভিতরে সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রচিত বা অনুমোদিত আইনকে জাতীয় আইন বলে।
- জাতীয় আইন দু প্রকার। যথা- ১. সরকারি আইন এবং ২. বেসরকারি আইন।
- জনগণের স্বার্থে জনগণের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণকল্পে যে আইন মান্য করা হয়, তাকে বেসরকারি আইন বলে।
- রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা, সরকার, সরকারের বিভিন্ন বিভাগ এবং সরকার ও জনগণের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণে যে আইন প্রচলিত আছে তাকে সরকারি আইন বলে।
- ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক রক্ষায় যে আইন মেনে চলা হয় এবং প্রয়োগ করা হয়, তাকে বেসরকারি আইন বলে।
- বেসরকারি আইনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ভূমিকা মধ্যস্থতামূলক।
- অধ্যাপক উইলোবির মতে, "যে আইনগুলো সরকারের সংগঠন, তার ক্ষমতার বণ্টন এবং সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও কার্যপরিচালকদের ক্ষমতার প্রয়োগ ও সীমারেখার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তাদেরকে সাংবিধানিক আইন বলে।"
- অধ্যাপক গিলক্রিস্টের মতে, "যে নীতিগুলোর ওপর ভিত্তি করে সরকার পরিচালিত হয় তাকে সাংবিধানিক আইন বলে।"
- শাসনতান্ত্রিক আইন দ্বারা কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক ও স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন শাখার কাঠামো ও কার্যাবলি নিয়ন্ত্রন ও পরিচালনা করা হয়।
- শাসনতান্ত্রিক আইনের মাধ্যমে শাসক ও শাসিতের ক্ষমতা ও অধিকারের সামঞ্জস্য বিধান করা হয়।

- ডাইসির মতে, "শাসনসংক্রান্ত আইন হলো ব্যক্তি এবং শাসন বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের সম্পর্ক নির্ধারণকারী আইন।"
- কর্মচারী প্রশাসন হতে শুরু করে জনকল্যাণমূলক সকল কার্য পরিচালনায় যে আইন প্রয়োগ করা হয় তাকে প্রশাসনিক আইন বলে।
- জেনিংসের মতে, "রাষ্ট্রের প্রশাসনকার্য পরিচালনা সংক্রান্ত আইনই প্রশাসনিক আইন।"
- রাষ্ট্রীয় জীবনব্যবস্থায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য, নাগরিক জীবনের নিরাপত্তা বিধানের জন্য এবং অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য যে আইন প্রণীত হয় তাকে ফৌজদারি আইন বলে।
- ফৌজদারি আইন দু ভাগে বিভক্ত। যথা- ১. লিখিত আইন ও ২. অলিখিত আইন।
- আইনের শাসন হলো আইনের দৃষ্টিতে সমতা। অর্থাৎ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই যখন আইনের দৃষ্টিতে সমান হয় তখনই তাকে আইনের শাসন বলে।
- যে আইনের দ্বারা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারিত হয় তা হচ্ছে আন্তর্জাতিক আইন।
- আন্তর্জাতিক আইনের দ্বারা একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের সঙ্গে অপর একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের সম্পর্ক নির্ধারণ করা হয়।
- অস্টিন বলেন, "আন্তর্জাতিক আইন যেহেতু কোনো সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ রচিত নয়, সেহেতু এটি আইন নয়, এটি নীতিশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত।"
- নৈতিকতা বলতে সাধারণভাবে ভালোমন্দ বিচার করার ক্ষমতাকে বোঝানো হয়।
- প্রাচীনকালে আইন ও নৈতিকতার মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হতো না বললেই চলে।
- যুগের বিবর্তনে রাষ্ট্র পৃথক সত্তা হিসেবে প্রকাশ পাওয়ার পর থেকে আইন ও নৈতিকতা আলাদা পথে হাঁটতে শুরু করে।
- আইন বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে, আর নৈতিকতা মানুষের মনোজগৎকে নিয়ন্ত্রণ করে।
- নৈতিকতা মানুষকে অকল্যাণের পথ পরিত্যাগ করিয়ে কল্যাণ আনয়নের নিমিত্ত কার্য করে।
- নৈতিকতা হচ্ছে মানুষের বিবেক, চিন্তা, বুদ্ধি ও ন্যায়পরায়ণতার উৎস।
- নৈতিকতা সামাজিক বিবেক দ্বারা পরিচালিত হয়।
- নৈতিক আইন ভঙ্গ করলে শুধু মানসিক শাস্তি পেতে হয়। লোকনিন্দা এবং বিবেকের দংশনই নৈতিক নিয়ম ভঙ্গকারীর শাস্তি।
- ব্যক্তিগত সাম্য বলতে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের সমান অধিকারকে বোঝায়। অন্যভাবে, সামাজিক অধিকার সমভাবে ভোগ করার সুযোগকে ব্যক্তিগত সাম্য বলে।
- আইনগত সাম্যের অর্থ আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান। ধনী, নির্ধন, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য একই প্রকার আইন ও আইনের আশ্রয় লাভের অধিকারকে আইনগত সাম্য বলে।
- সাম্যের আদর্শ কোনো সমাজে জীবনব্যবস্থার অর্থনৈতিক কাঠামোর ওপর নির্ভরশীল।
- দার্শনিক রুশো বলেন, "সাম্য ছাড়া স্বাধীনতা অর্থহীন।"
- লাস্কি বলেন, "রাষ্ট্র যতবেশি সমতা বিধান করবে, স্বাধীনতার উপযোগ তত বেশি নিশ্চিত হবে।"
- শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সবার জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করা হলো শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সাম্য।
- সকল জাতির সমান মর্যাদা, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার থেকে সবার সুযোগ লাভের অধিকার, বল পরিহার এবং অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ মুক্ত থাকার অধিকারই হলো আন্তর্জাতিক সাম্য।
- সাম্যের মধ্যে স্বাধীনতার মূল নিহিত থাকে।
- আধুনিক বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় সরকার ব্যবস্থা হলো গণতন্ত্র।
- গণতন্ত্রে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উৎস হলো জনগণ।
- গণতন্ত্র হলো প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা।
- গণতান্ত্রিক পরিবেশ রক্ষার্থে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ চর্চা একান্ত আবশ্যক।
- হেরোডোটাস বলেন, "গণতন্ত্র এমন এক শাসনব্যবস্থা যেখানে শাসন ক্ষমতা আইনগত কোনো শ্রেণির হাতে না থেকে সমাজের সকল সদস্যদের ওপর থাকে।"
- জন সিলি বলেন, যেখানে সরকারের কার্যক্রমে সবারই অংশগ্রহণের সুযোগ আছে, সেটিই হলো গণতন্ত্র।"
- আব্রাহাম লিংকনের মতে, "গণতন্ত্র হলো জনগণের কল্যাণের জন্য, জনগণের দ্বারা পরিচালিত, জনপ্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা।"
- গণতন্ত্রের সবচেয়ে সুন্দর সংজ্ঞাটি দিয়েছেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন।
- গণতান্ত্রিক বোধ থেকে উৎসাহিত মূল্যবোধকে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বলা হয়।
- আইনের শাসন গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে স্থায়িত্ব দান করে।
- সংবাদপত্রকে বলা হয় Fourth Estate.
- আইনের শাসন গণতন্ত্রের প্রাণস্বরূপ।

Teacher's Work

১. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল অনুসারে 'শুদ্ধাচার' হচ্ছে— [৪৪তম বিসিএস]

(ক) শুদ্ধভাবে কার্যসম্পাদনের কৌশল
(খ) সরকারী কর্মকর্তাদের আচরণের মানদণ্ড
(গ) সততা ও নৈতিকতা দ্বারা প্রভাবিত আচারণগত উৎকর্ষ
(ঘ) দৈনন্দিন কার্যক্রমে অনুসৃতব্য মানদণ্ড উ: গ

২. বাংলাদেশে দুর্নীতিকে দণ্ডনীয় ঘোষণা করা হয়েছে যে বিধানে— [৪৪তম বিসিএস]

(ক) ১৮৬০ সালে প্রণীত দণ্ডবিধিতে
(খ) ২০০৪ সালে প্রণীত দুর্নীতি দমন কমিশন আইনে
(গ) ২০১৮ সালে প্রণীত সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালাতে
(ঘ) উপরের সবগুলোতে উ: ঘ

৩. অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে— [৪৪তম বিসিএস]

(ক) বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়
(খ) দুর্নীতি দূর হয়
(গ) প্রতিষ্ঠানের সুনাম হয়
(ঘ) যোগাযোগ বৃদ্ধি পায় উ: ক

৪. জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশনের নাম— [৪৪তম বিসিএস]

(ক) UNCLOS (খ) UNCTAD
(গ) UNCAC (ঘ) CEDAW উ: গ

৫. 'সততার জন্য সদিচ্ছা'র কথা বলেছেন— [৪৪তম বিসিএস]

(ক) ডেকার্ট (খ) ডেভিড হিউম
(গ) ইমানুয়েল কান্ট (ঘ) জন লক উ: গ

৬. উৎপত্তিগত অর্থে **governance** শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে? [৪৩তম বিসিএস]

(ক) ল্যাটিন (খ) গ্রিক
(গ) হিব্রু (ঘ) ফারসি উ: খ

৭. সুশাসনের মূল ভিত্তি কী? [৪৩তম বিসিএস]

(ক) মূল্যবোধ (খ) আইনের শাসন
(গ) গণতন্ত্র (ঘ) আমলাতন্ত্র উ: গ

৮. কোন নৈতিক মানদণ্ডটি সর্বোচ্চ সুখের উপর গুরুত্ব প্রদান করে? [৪৩তম বিসিএস]

(ক) আত্মস্বার্থবাদ (খ) পরার্থবাদ
(গ) পূর্ণতাবাদ (ঘ) উপযোগবাদ উ: ঘ

৯. বাংলাদেশে কত সালে 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' প্রণয়ন করা হয়? [৪৩তম বিসিএস]

(ক) ২০১০ (খ) ২০১১
(গ) ২০১২ (ঘ) ২০১৩ উ: গ

১০. বিশ্বব্যাংকের মতে সুশাসনের উপাদান কয়টি? [৪৩তম বিসিএস]

(ক) ৩টি (খ) ৫টি
(গ) ৪টি (ঘ) ৬টি উ: গ

১১. মূল্যবোধ দৃঢ় হয়— [৪১তম বিসিএস]

(ক) শিক্ষার মাধ্যমে
(খ) সুশাসনের মাধ্যমে
(গ) ধর্মের মাধ্যমে
(ঘ) গণতন্ত্র চর্চার মাধ্যমে উ: ক

১২. কোন মূল্যবোধ রাষ্ট্র, সরকার ও গোষ্ঠী কর্তৃক স্বীকৃত? [৪১তম বিসিএস]

(ক) সামাজিক মূল্যবোধ
(খ) ইতিবাচক মূল্যবোধ
(গ) গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ
(ঘ) নৈতিক মূল্যবোধ উ: খ

১৩. কে 'কর্তব্যের নৈতিকতা'র ধারণা প্রবর্তন করেন? [৪১তম বিসিএস]

(ক) হ্যারল্ড উইলসন
(খ) এডওয়ার্ড ওসবর্ন উইলসন
(গ) জন স্টুয়ার্ট মিল
(ঘ) ইমানুয়েল কান্ট উ: ঘ

১৪. সভ্যতার অন্যতম প্রতিচ্ছবি হলো— [৪১তম বিসিএস]

(ক) সুশাসন (খ) রাষ্ট্র
(গ) নৈতিকতা (ঘ) সমাজ উ: ক

১৫. 'সুশাসন চারটি স্তম্ভের ওপর নির্ভরশীল'।— এই অভিমত কোন সংস্থা প্রকাশ করে? [৪১তম বিসিএস]

(ক) জাতিসংঘ (খ) জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি
(গ) বিশ্বব্যাংক (ঘ) এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক উ: গ

Teacher's Class Work অনুযায়ী

Home Work

Home Work & Self Study গুলো শিক্ষার্থীদের বাসায় কীভাবে পড়তে হবে তা শিক্ষক ক্লাসের শেষ পর্যায়ে বুঝিয়ে বলবেন।

০১. First State বলতে নিম্নের কোনটি বোঝায়?
ক. সুশীল সমাজ খ. বিরোধী দল
গ. শাসক দল ঘ. গণমাধ্যম

০২. কোনটির প্রভাবে বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট হয়?
ক. নৈতিকতা খ. মূল্যবোধ
গ. সুশাসন ঘ. জবাবদিহিতা

০৩. জাতিসংঘ সুশাসনের কয়টি উপাদান সম্পর্কে আলোকপাত করেছে?
ক. ৮ টি খ. ৯ টি
গ. ১২ টি ঘ. ১৪ টি

০৪. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অধিক প্রয়োজন-
ক. আইনের অনুশাসন খ. সহনশীলতা
গ. সচেতনতা ঘ. কোনোটিই নয়

০৫. সুশাসনে নাগরিকদের অংশগ্রহণ কীসের ওপর নির্ভর করে?
ক. নাগরিকদের সামর্থ্যের ওপর
খ. নাগরিকদের সচেতনতার ওপর
গ. নাগরিকদের শিক্ষার ওপর
ঘ. নাগরিকদের চরিত্রের ওপর

০৬. সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য কোনটি অতীব জরুরি বিষয়?
ক. রাজতন্ত্র খ. গণতন্ত্র
গ. স্বৈরতন্ত্র ঘ. অভিজাততন্ত্র

০৭. কোনটি বাস্তবায়ন না হলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ব্যর্থ হয়ে যায়?
ক. বৈষম্য খ. গণতন্ত্রের প্রতি উদাসীনতা
গ. সহিষ্ণুতার অভাব ঘ. আইনের শাসন

০৮. নেতৃত্বের বৈধতা থাকলে কী প্রতিষ্ঠা সহজ হয়?
ক. সুশাসন খ. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
গ. অবকাঠামোগত উন্নয়ন ঘ. সামাজিক ন্যায়বিচার

০৯. সুশাসনের একটি সমস্যা হলো–
ক. বড় বড় অট্টালিকার অভাব
খ. সম্মোহনী নেতার অভাব
গ. জবাবদিহিতার অভাব
ঘ. দাতা দেশগুলোর সমর্থনের অভাব

১০. দুর্নীতি দমনের জন্য প্রয়োজন-
ক. নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন খ. দক্ষ কর্মকমিশন
গ. মানবাধিকার কমিশন ঘ. স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন

১১. কোনটি সুশাসনের একটি অন্যতম প্রত্যয়?
ক. স্বজনপ্রীতি খ. রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা
গ. দুর্নীতি দমন ঘ. সামাজিক বিশৃঙ্খলা

১২. সুশাসন প্রতিষ্ঠার সমস্যা কোনটি?
ক. বিচার বিভাগ স্বতন্ত্রীকরণ
খ. সিভিল সার্ভিস সংস্করণ
গ. স্বাধীন মত প্রকাশ
ঘ. সংঘাতময় রাজনীতি
ঙ. স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন

১৪. সরকারের কার্যকারিতা নষ্ট হয়-
ক. টাকা পয়সার অভাবে
খ. নীতি প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে দক্ষতার অভাবে
গ. বিরোধীদলের সহিংস আচরণের জন্য
ঘ. দাতা দেশগুলোর সাহায্য না দেওয়ার কারণে

১৫. সমাজের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ চাহিদা পূরণের দায়বদ্ধতা কীসের?
ক. সুশাসনের খ. মূল্যবোধের
গ. ন্যায়বিচারের ঘ. সাম্যের

১৬. রাষ্ট্র কী ধরনের প্রতিষ্ঠান?
ক. রাজনৈতিক খ. সামাজিক
গ. অর্থনৈতিক ঘ. সাংস্কৃতি

১৭. বাংলাদেশে যে ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা বিদ্যমান-
ক. গণতান্ত্রিক খ. সমাজতান্ত্রিক
গ. যুক্তরাষ্ট্রীয় ঘ. একনায়কতান্ত্রিক

১৮. কোন শাসনব্যবস্থায় শাসকের আদেশই আইন?
ক. গণতান্ত্রিক খ. সমাজতান্ত্রিক
গ. একনায়কতান্ত্রিক ঘ. রাজতান্ত্রিক

১৯. স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থায় আদালত কী বলে অভিহিত হয়?
ক. সমাজের নীতি খ. প্রহসন
গ. নৈতিকতা ঘ. মূল্যবোধের ভিত্তি

২০. গণতন্ত্র কীসের ওপর জোর দেয়?
ক. শক্তি খ. ক্ষমতা
গ. সম্মতি ঘ. সমতা

২১. একনায়কতন্ত্রে জনগণের মধ্যে দায়িত্ববোধ না জন্মানোর কারণ কী?
ক. গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে অস্বীকার করা
খ. সীমাহীন দুর্নীতির উপস্থিতি
গ. নেতা ও দলের মধ্যে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়া
ঘ. স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা

২২. গণতন্ত্রের ভিত্তি কোনটি?
ক. জনমত ও সাধারণ নির্বাচন
খ. জনমত ও সকার
গ. জনগণ ও জনমত
ঘ. সাধারণ নির্বাচন ও রাজনৈতিক জ্ঞান

২৩. কোনটি প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি?
ক. প্রকাশ্য ভোটদান খ. গোপনে ভোটদান
গ. কাগজে লিখে ভোট দান ঘ. গণভোট

২৪. সামাজিক অনাচার হলো-
ক. অশিক্ষা খ. যৌতুক প্রথা
গ. দারিদ্র্য ঘ. অপুষ্টি

২৫. কোনটি রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কাজ?
ক. দেশ রক্ষা খ. পররাষ্ট্র সংক্রান্ত
গ. নিরক্ষতা দূরীকরণ ঘ. প্রশাসন

২৬. সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল থাকে-
ক. ৬টি খ. ৩ টি
গ. ২ টি ঘ. ১ টি

২৭. ইলেক্ট্রনিক গভর্নেন্স এর মূল লক্ষ্য কী?
ক. সুশাসন প্রতিষ্ঠা
খ. ব্যক্তি শাসন প্রতিষ্ঠা
গ. একদলীয় শাসন
ঘ. বিদ্যুৎ গতিতে সরকার চালানো

২৮. কোন প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিতে সুশাসনের ফলে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সম্পদগুলোর টেকসই উন্নয়ন ঘটে থাকে?
ক. বিশ্বব্যাংক খ. এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক
গ. হিন্দুস্থান ব্যাংক ঘ. সুইস ব্যাংক

২৯. সামাজিক মূল্যবোধের অন্যতম শক্তিশালী ভিত্তি কোনটি?
ক. যৌক্তিকতা খ. সহনশীলতা
গ. প্রজ্ঞা ঘ. ব্যক্তিত্ব

৩০. সমাজের কোনো বিষয় যদি কেউ যৌক্তিক মনে না করে তখন আমরা বলি পাগলামি করছে। এটা কোন ধরনের মূল্যবোধ?
ক. বুদ্ধিবৃত্তিক মূল্যবোধ খ. নৈতিক মূল্যবোধ
গ. সামাজিক মূল্যবোধ ঘ. শারীরিক মূল্যবোধ

৩১. সুশাসন কোন ধরনের বিজ্ঞান?
ক. রাজনৈতিক খ. অর্থনৈতিক
গ. সামাজিক ঘ. সাংস্কৃতিক

৩২. শাসন বিভাগকে চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহ কীভাবে সাহায্য করে?
ক. যোগাযোগ রক্ষা করে খ. আর্থিক সাহায্য করে
গ. তথ্য দিয়ে ঘ. প্রকৃতিগত সাহায্য

৩৩. ই-গভর্নমেন্ট এর শাব্দিক অর্থ কী?
ক. ডিজিটাল সরকার খ. গণতান্ত্রিক সরকার
গ. এককেন্দ্রিক সরকার ঘ. যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার

৩৪. গভর্নেন্স শব্দটির অর্থ কী?
ক. শাসক খ. শাসন
গ. শাসিত ঘ. পরিচালনা

৩৫. ই-গভর্নেন্সের একমাত্র লক্ষ্য কী?
ক. তথ্য প্রযুক্তি প্রতষ্ঠা খ. সুশাসন প্রতিষ্ঠা
গ. প্রশাসনের তথ্য প্রযুক্তি ঘ. আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা

৩৬. সুশাসনের অন্যতম অন্তরায় কোনটি?
ক. মূল্যবোধ খ. দুর্নীতি
গ. আইনের শাসন ঘ. নৈতিকতা

৩৭. মানবসম্পদ উন্নয়নের সক্ষমতা কীসের মাধ্যমে বাড়ানো যায়?
ক. কলকারখানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যম
খ. সুস্থ রাজনীতির মাধ্যমে
গ. তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে
ঘ. কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে

৩৮. গভর্নেন্স শব্দটির আক্ষরিক অর্থ কী?
ক. ইন্টারনেট ভিত্তিক গভর্নেন্স
খ. প্রযুক্তিচলিত গভর্নেন্স
গ. ডিজিটাল গভর্নেন্স
ঘ. অনলাইন গভর্নেন্স

৩৯. অনলাইনে বিভিন্ন সরকারি দলিলপত্র প্রাপ্তির জন্য নাগরিকগণ আবেদন করে কীভাবে?

ক. ই-প্রশাসনের মাধ্যমে খ. ই-গণতন্ত্রের মাধ্যমে

গ. ই-সেবার মাধ্যমে ঘ. ই-লার্নিং এর মাধ্যমে

৪০. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের করণীয় কী?

ক. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা

খ. সরকারের হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি

গ. তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা

ঘ. রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া

৪১. সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য নাগরিককে কীরূপ হতে হয়?

ক. সন্ত্রাসী খ. দুর্নীতিবাজ

গ. সৎ ঘ. অসৎ

৪২. সুশাসন বাস্তবায়নের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার কোনটি?

ক. ই-লানিং খ. ই-গণতন্ত্র

গ. ই-গভর্ন্যান্স ঘ. ই-প্রকিইরমেন্ট

৪৩. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে সরকারের অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম পরিচালনাকে সংক্ষেপে কী বলে?

ক. ই-গভর্নমেন্ট খ. ই-প্রশাসন

গ. ই-সেবা ঘ. ই-গণতন্ত্র

৪৪. কল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠনের অপরিহার্য শর্ত কোনটি?

ক. সুশাসন প্রতিষ্ঠা খ. নগর রাষ্ট্রগঠন

গ. সরকার পরিবর্তন ঘ. জেন্ডার সমতা

৪৫. বর্তমানে সুশাসন বাস্তবায়নের পথে কোনটিকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে?

ক. ই-কমার্স খ. ই-গণতন্ত্র

গ. ই-হেলথ ঘ. ই-গভর্নেন্স

৪৬. বিশ্বব্যাংক সুশাসনের জন্য কয়টি সূচক চিহ্নিত করেছে?

ক. ৩ টি খ. ৪ টি

গ. ৫ টি ঘ. ৬ টি

৪৭. সুশাসনের মূল চাবিকাঠি কোনটি?

ক. জবাবদিহিতা খ. বিরুদ্ধাচারণ

গ. নাগরিক ক্ষমতায়ন ঘ. রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন

৪৮. ই-গভর্ন্যান্সের মাধ্যমে কোনটি বেশি প্রতিষ্ঠা পায়?

ক. সরকারে স্বচ্ছতা খ. সরকারে জবাবদিহিতা

গ. সুশাসন ঘ. রাজনৈতিক সাম্য

৪৯. কোনটিকে তথ্য অবকাঠামোর মেরুদণ্ড বলা হয়?

ক. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে

খ. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে

গ. টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থাকে

ঘ. সরকারি প্রতিষ্ঠানকে

৫০. কোনটিকে যেকোনো দেশের অর্থনীতির প্রাণশক্তি বলে অভিহিত করা হয়?

ক. সুদক্ষ ব্যাংকিং ব্যবস্থা

খ. উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা

গ. তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক শাসনব্যবস্থা

ঘ. টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা

৫১. বর্তমানে মোবাইল ব্যাংকিং এর ফলে ব্যাংকিং সুবিধা প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে গেছে। এটি কীসের উদাহরণ?

ক. ই-লার্নিং খ. ই-পুলিশিং

গ. ইলেকট্রিক ক্যাশ ঘ. ই-গভর্নমেন্ট

৫২. ই-গভর্নেন্স ও সুশাসনের সম্পর্ক কীরূপ?

ক. নিবিড় খ. পরস্পর

গ. বিরোধী ঘ. সাপে-নেইল

উত্তরমালা

০১	গ	০২	গ	০৩	ক	০৪	ক	০৫	গ	০৬	খ	০৭	ঘ	০৮	ক	০৯	গ	১০	ঘ
১১	গ	১২	ঘ	১৩	ঘ	১৪	খ	১৫	ক	১৬	ক	১৭	ক	১৮	গ	১৯	খ	২০	ঘ
২১	ক	২২	ক	২৩	খ	২৪	খ	২৫	গ	২৬	ঘ	২৭	ক	২৮	ক	২৯	খ	৩০	ক
৩১	ক	৩২	গ	৩৩	ক	৩৪	খ	৩৫	খ	৩৬	খ	৩৭	গ	৩৮	খ	৩৯	গ	৪০	ক
৪১	গ	৪২	গ	৪৩	ক	৪৪	ক	৪৫	ঘ	৪৬	ঘ	৪৭	ক	৪৮	গ	৪৯	গ	৫০	ক
৫১	গ	৫২	ক																

Self Study

১. সুশাসনের ভবিষ্যৎ অনেকাংশে নির্ভর করে কার ওপর?
ক. সরকারের সদিচ্ছার ওপর খ. জনগণের সদিচ্ছার ওপর
গ. স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তির সদিচ্ছার ওপর
ঘ. বিদেশীদের সদিচ্ছার ওপর

২. সুশাসন বাধাগ্রস্ত হয়-
ক. আইনের শাসন না থাকলে খ. অর্থ সম্পদ না থাকলে
গ. সুসজ্জিত সেনাবাহিনী ঘ. জনসংখ্যা কম থাকলে

৩. সর্বক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে একান্ত দায়িত্ব পালন করে কে?
ক. সরকার খ. রাজনীতিক
গ. জনগণ ঘ. পার্লামেন্ট

৪. তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে বৃহদায়তনে অংশগ্রহণকে কী নামে আখ্যায়িত করা হয়?
ক. ই-গভর্নমেন্ট খ. ই-প্রশাসন
গ. ই-সেবা ঘ. ই-গণতন্ত্র

৫. তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কোনটিকে নিশ্চিত করা যায়?
ক. জনগণের ক্ষমতায়ন খ. জীবনমানের উন্নয়ন
গ. জবাবদিহিতা ঘ. স্বচ্ছতা

৬. সরকারি নীতি বাস্তবায়ন করতে হলে কয়টি ক্ষেত্র প্রয়োজন হতে পারে?
ক. ২ টি খ. ৩ টি
গ. ৪ টি ঘ. ৫ টি

৭. নতুন প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিটি নাগরিককে বিশ্বমানের মানবসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে কোন গভর্ন্যান্স কাজ করে?
ক. অনলাইন গভর্ন্যান্স খ. ই-গভর্ন্যান্স
গ. ডিজিটাল গভর্ন্যান্স ঘ. প্রযুক্তিচালিত গভর্ন্যান্স

৮. সরকারি সেবা প্রাপ্তির প্রক্রিয়াগুলো কী রকম হয়?
ক. সহজ প্রকৃতি খ. জটিল প্রকৃতি
গ. সীমাবদ্ধ প্রকৃতি ঘ. অতি সহজ প্রকৃতি

৯. ইলেকট্রনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সরকারি সেবা এবং নাগরিকদের দাবি ও মতামত গ্রহণ কীসের অংশ?
ক. ই-ইলেকশন খ. ই-গণতন্ত্র
গ. ই-লার্নিং ঘ. ই-গভর্ন্যান্স

১০. কোন প্রক্রিয়া আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর এবং সরকারের কর্মসম্পাদনে ব্যাপক পরিবর্তন ও সংস্কার আনয়নে সক্ষম?
ক. ই-গণতন্ত্র খ. ই-গভর্ন্যান্স
গ. ই-লার্নিং ঘ. ই-ইলেকশন

১১. কম্পিউটার এবং তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষ প্রশিক্ষিত জনবলের কারণে প্রশাসন কেমন হয়ে উঠবে?
ক. গতিশীল খ. স্থবির
গ. দুর্নীতিপ্রবণ ঘ. অতি আনুষ্ঠানিক

১২. কোন প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে দেশের নাগরিক দ্রুত চিকিৎসা সেবা পেতে পারেন?
ক. ই-পুলিশিং খ. টেলিমেডিসিন
গ. ই-হেলথ ঘ. ই-লার্নিং

১৩. কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নাগরিকগণ ২৪ ঘন্টাই ব্যাংকিং সুবিধা পেতে পারে?
ক. ই-লার্নিং খ. অনলাইন ব্যাংকিং
গ. ই-কমার্স ঘ. এম-কমার্স

১৪. ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠার বিষয়টি কার ওপর নির্ভর করে?
ক. নাগরিক খ. বিদেশি রাষ্ট্রদূত
গ. রাজনীতিবিদ ঘ. বিচারক

১৫. বাংলাদেশ সরকার নাগরিকদের জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদানের ফলে তাদের জীবনমান অনেক সহজতর হয়েছে। বাংলাদেশে সরকারে এ কাজটি কীসের পরিচয় বহন করে?
ক. ই-গভর্নেন্স খ. ই-গণতন্ত্র
গ. ই-ইলেকশন ঘ. ই-লার্নিং

১৬. কোনটি সরকার ও জনগণের মধ্যে যোগাযোগ সহজতর করে তোলে?
ক. ই-গভর্নেন্স খ. ই-গণতন্ত্র
গ. ই-ইলেকশন পদ্ধতি ঘ. ই-লার্নিং

১৭. কোনটি সরকার ও জনগণের মধ্যে যোগাযোগ সহজতর করে তোলে?
ক. ই-পুলিশিং ব্যবস্থা খ. ই-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা
গ. ই-লার্নিং ব্যবস্থা ঘ. ই-হেলথ

১৮. জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য প্রচলিত আইন প্রয়োগের চেয়ে কোনটি বেশি কার্যকরী?
ক. ই-গভর্নেন্স খ. একনায়কতন্ত্র
গ. একদলীয় শাসনব্যবস্থা ঘ. সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ

১৯. কোনটিকে সুশাসনের প্রাণ বলা হয়?
ক. দুর্নীতি দমন
খ. স্বজনপ্রীতিহীনতা
গ. কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি
ঘ. শাসনকার্যে জনগণের অংশগ্রহণ

২০. কোনটির মাধ্যমে দুর্নীতিকে শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা সম্ভব?
ক. ই-শাসন খ. ই-সেবা
গ. ই-লার্নিং ঘ. ই-গভর্নেন্স

২১. ইলেকট্রনিক বিশ্বের ক্রমবর্ধমান চাহিদা অনুযায়ী এখনো পর্যন্ত সরকারি অফিসগুলোতে কীসের ব্যবস্থার লক্ষ করা যায় না?
ক. টেলিফোন খ. ই-মেইল
গ. টেলিগ্রাফ ঘ. ফ্যাক্স

২২. পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশে কোন ক্ষেত্রে দক্ষ লোকের অভাব রয়েছে?
ক. শিক্ষকতায় খ. কৃষিশিক্ষায়
গ. তথ্য প্রযুক্তিতে ঘ. চিকিৎসা বিজ্ঞান

২৩. নিচের কোনটি সাইবার ক্রাইমের অন্তর্ভুক্ত?
ক. ছিনতাই খ. ডাকাতি
গ. চুরি ঘ. ক্রেডিট কার্ড জালিয়াতি

২৪. কোনটি সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সমস্যা?
ক. রাজনৈতিক অস্থিরতা খ. আইনের শাসন
গ. স্বচ্ছতা ঘ. সম-সাম্প্রদায়িকতা

২৫. ই-গভর্ন্যান্স বাস্তবায়নের পথে অন্যতম বাধা কী?
ক. সমন্বয়হীনতা খ. পর্যাপ্ত দক্ষ মানবসম্পদ
গ. দারিদ্র ঘ. কৃষির প্রাচুর্যতা

২৬. VOIP কী?
ক. একটি সফটওয়্যার কোম্পানী
খ. একটি কৃষিবান্ধব প্রযুক্তি
গ. একটি যোগাযোগ মাধ্যম ঘ. একটি জনস্বার্থমূলক আইন

২৭. তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষতাসম্পন্ন মানবসম্পদ সৃষ্টি করতে হলে কোন বিষয়ে অধ্যায়নের সুযোগ বাড়াতে হবে?
ক. ইঞ্জিনিয়ারিং খ. ইলেকট্রিক
গ. কম্পিউটার বিজ্ঞান ঘ. এনথ্রোপলজি

২৮. কোনটিকে তথ্য অবকাঠামোর মেরুদণ্ড বলা হয়?
ক. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে খ. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে
গ. টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থাকে ঘ. সরকারি প্রতিষ্ঠানকে

২৯. কোনটি সুশাসনের সমস্যাকে নির্মূল করে?
ক. পুঁজি বিনিয়োগ করলে খ. মাথাপিছু আয় কমলে
গ. জীবনযাত্রার মান নিম্ন হলে
ঘ. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা থাকলে

৩০. থমাস এফ গর্ডন ই-গভর্ন্যান্সকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে কোন বিষয়টির উপর অধিক জোর দিয়েছিলেন?
ক. নাগরিক অংশগ্রহণ সহজীকরণ
খ. রাষ্ট্রীয় সেবা পদ্ধতির উন্নয়ন
গ. জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ
ঘ. স্বচ্ছতা আনয়ন

৩১. আফ্রিকার দরিদ্র দেশগুলোর উন্নয়নের জন্য ২০০৫ সালে অনুষ্ঠিত জি- ৮ সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য কী ছিল?
ক. অর্থনৈতিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা
খ. সুশাসনের ওপর জোর দেওয়া
গ. সামাজিক নিরাপত্তার ওপর জোর দেওয়া
ঘ. রাষ্ট্রনায়কের শক্তি বৃদ্ধি করা

৩২. আফ্রিকার কোন দেশটিতে বর্তমানে সুশাসন কার্যকর রয়েছে?
ক. উগান্ডা খ. মালি
গ. চাঁদ ঘ. মাদাগাস্কার

৩৩. সুশাসন প্রতিষ্ঠিত আছে এমন দেশ কোনটি?
ক. কানাডা খ. সোমালিয়া
গ. পাকিস্তান ঘ. আফগানিস্তান

৩৪. রাষ্ট্র উন্নত হলে কোনটি প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক. স্বৈরশাসন খ. সুশাসন
গ. আইনের অপব্যবহার ঘ. দায়িত্বের অবহেলা

৩৫. কোনটি সামাজিক ক্ষেত্রে সুশাসন?
ক. সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষা
খ. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা
গ. বেকারত্ব হ্রাস
ঘ. রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি

৩৬. সুশাসন বাধাগ্রস্ত হয়-
ক. আইনের শাসন না থাকলে
খ. অর্থ সম্পদ না থাকলে
গ. সুসজ্জিত সেনাবাহিনী না থাকলে
ঘ. জনসংখ্যা কম থাকলে

উত্তরমালা

১	ক	২	ক	৩	ক	৪	ঘ	৫	ক	৬	খ	৭	খ	৮	খ	৯	ঘ	১০	খ
১১	ক	১২	খ	১৩	খ	১৪	ক	১৫	ক	১৬	ক	১৭	খ	১৮	ক	১৯	ঘ	২০	ঘ
২১	খ	২২	গ	২৩	ঘ	২৪	ক	২৫	ক	২৬	গ	২৭	গ	২৮	গ	২৯	ঘ	৩০	খ
৩১	খ	৩২	ক	৩৩	ক	৩৪	খ	৩৫	ক	৩৬	ক								

Class Exam

১. **সুশাসনের অন্যতম প্রতিবন্ধকতা কোনটি?**
ক. দারিদ্র খ. অর্থনীতি
গ. রাজনীতি ঘ. দুর্নীতি

২. **সরকার ও জনগণের মধ্যে আয়নার মত কাজ করে কোনটি?**
ক. রাজনীতি খ. বিরোধী দল
গ. মামলা ঘ. মিডিয়া

৩. **শাসন প্রক্রিয়ার সু-শৃঙ্খল ও কাঠামোবদ্ধ রূপ কোনটি?**
ক. শাসন বিভাগ খ. আমলাতন্ত্র
গ. গণতন্ত্র ঘ. সুশাসন

৪. **সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির বিষয়গুলো কিসের উপর নির্ভরশীল?**
ক. দেশের স্বাধীনতা খ. সরকারের সদিচ্ছা
গ. আইনের শাসন ঘ. সমাজের ব্যাপক সম্মতি

৫. **সু-শাসন নিশ্চিত করতে যে ধরনের সরকার প্রযোজ্য?**
ক. রাজনৈতিক খ. সমাজতান্ত্রিক
গ. সামরিক সরকার ঘ. গণতান্ত্রিক সরকার

৬. **আমলারা জনগণের–**
ক. সেবক খ. প্রভু
গ. সহযোগী ঘ. প্রতিযোগী

৭. **Civil Society – শব্দের পরিভাষা নিচের কোনটি?**
ক. সভ্য সমাজ
খ. সুশীল সমাজ
গ. বেসামরিক
ঘ. চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী

৮. **CPD-এর সম্প্রসারণ কী?**
ক. Central Purchasing Department
খ. Centre for Policy Dialogue
গ. Central Pblicity Department
ঘ. Center for Policy Donation
ঙ. Child Prodigy Dossier

৯. **পুঁজিপতি, শিল্পোদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠী উন্নত বিশ্বে কি নামে পরিচিত?**
ক. চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হিসাবে
খ. বিরোধী দল হিসাবে
গ. দাতা হিসাবে
ঘ. উপদল হিসাবে

১০. **ক্ষমতায় 'স্বতন্ত্রীকরণ নীতির' প্রবক্তা কে?**
ক. মন্টেস্কু খ. টি. এইচ. গ্রীন
গ. জন স্টুয়ার্ট মিল ঘ. জেমস মিল

এই Lecture Sheet পড়ার পাশাপাশি biddabari কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেওয়া এ্যাসাইনমেন্ট এর নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন অংশটুকু ভালোভাবে চর্চা করতে হবে।